Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃসিমু খাতুন

রোলঃ 23090120597

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃসিমু খাতুন

রোলঃ 23090120597

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃসিমু খাতুন , আইডিঃ 23090120597 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

মোছা: সিমু খাতুন

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

মোছাঃসিমু খাতুন

আইডিঃ 23090120597

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় : নফল নামাজের পরিচিতি 9

নফল শব্দের অর্থ 9

নফল নামাজের গুরুত্ব 10

নফল নামাজের প্রকারভেদ 10

দ্বিতীয় অধ্যায় : কুরআনের আলোকে নফল নামাজ 13

১. নফল ইবাদতের প্রতি কুরআনের ইশারা 15

২. তাহাজ্জুদের নির্দেশ 15

৩. নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য 16

৪. আল্লাহর সাহায্য লাভে নফল ইবাদত 16

৫. রাসূল ﷺ-এর আমল কুরআনে উল্লেখিত 17

৬. নফল ইবাদতের পুরস্কার সীমাহীন 20

সাহাবায়ে কেরামের নিকটে নফল নামাজের মর্যাদা 20

তৃতীয় অধ্যায় : হাদিসের আলোকে নফল নামাজ 22

নফল নামাজ সম্পর্কিত দোয়া 25

চতুর্থ অধ্যায় : দৈনন্দিন নফল নামাজসমূহ 26

১. ফজরের আগে ২ রাকাআত সুন্নত 26

২. যোহরের আগে ও পরে নফল 26

৩. আসরের আগে নফল 27

৪. মাগরিবের পরে নফল 27

৫. এশার পরে নফল 28

পঞ্চম অধ্যায় ঃবিশেষ নফল নামাজ 30

১. তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ নামাজ 30

২. সালাতুত তওবা (তাওবার নামাজ) 32

৩. সালাতুল হাজত (প্রয়োজনের নামাজ) 33
৪. সালাতুশ শুকর (শোকরিয়া নামাজ) 34
৫. সালাতুল ইশরাক (সূর্যোদয়ের নামাজ) 35
৬. সালাতুদ দুহা / চাশত নামাজ 36
৭.তাহিয়্যাতুল অজু: 37
৮. সালাতুত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ (মসজিদে প্রবেশের নামাজ) 38
৯. সালাতুল ইস্তিখারা (পরামর্শ/সিদ্ধান্তের নামাজ) 38
১০. সালাতুল আওয়াবীন (মাগরিবের পর নফল) 40
ষষ্ঠ অধ্যায় : নফল নামাজের সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব 43
১. ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব 43
২. পারিবারিক জীবনে প্রভাব 44
৩.সামাজিক প্রভাব 45
সপ্তম অধ্যায় : নফল নামাজের ফজিলত ও সওয়াব 48
১. আল্লাহর নৈকট্য অর্জন: 51
২. ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণ: 51
৩. সওয়াব ও ফজিলত: 52
৪. আধ্যাত্মিক শান্তি: 52
অষ্টম অধ্যায় ঃ নফল নামাজের আদব ও নিয়ম 53
আদব ও নিয়ম মেনে চলা: 53
সালাতে একাগ্রতা ও খুশু 55
নবম অধ্যায় : উপসংহার 69
১. সারসংক্ষেপ 69
নফল নামাজ মুমিনের জীবনে তিনটি বড় পরিবর্তন আনে— 69
২. আমল করার উৎসাহ 70

بسم الله الرحمن الرحيم

শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু।

الحمد لله

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আসমান ও জমিনের মালিক। তিনি আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন, ইমান দান করেছেন এবং নামাজের মতো মহামূল্যবান ইবাদতের তাওফিক দিয়েছেন।

الصلاة والسلام على رسول الله

অগণিত দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ-এর উপর, যিনি মানবজাতিকে আলোর পথে আহ্বান করেছেন, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসারীদের উপর।

নফল নামাজ: আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথে এক অতুলনীয় সৌন্দর্য

ধীরে ধীরে সূর্য অঁধকার ভেঙে আলো ছড়ায়, পাখির কিচির-মিচিরে ভোরের প্রারম্ভ হয়, আর পৃথিবী নতুন দিনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। ঠিক এমনই ভোরের নীরবতায়, তোমার অন্তরের কক্ষেও আল্লাহর নিকট হওয়ার এক অমোঘ মুহূর্ত আসে।

নফল নামাজ—এটি শুধুমাত্র হাত-মুখের ইবাদত নয়। এটি হৃদয়ের এক আন্তরিক আবেদন, আত্মার প্রশান্তি, ও মনকে আল্লাহর সঙ্গে একাত্ম করার এক অসাধারণ মাধ্যম। ফরজ নামাজের বাইরে যে সুন্নত, ঐচ্ছিক এবং সুন্দর এই ইবাদত, সেটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ক্লান্তি, ব্যস্ততা এবং উদ্বেগের মাঝে আল্লাহর প্রেমের একটি সূক্ষ্ম সেতুবন্ধন তৈরি করে।

এই বইটি তোমাকে নিয়ে যাবে সেই জগতে, যেখানে প্রতিটি রাকাতের মধ্যে লুকিয়ে আছে অসংখ্য দুআ, আশীর্বাদ এবং সওয়াবের সম্ভার। কুরআন ও হাদিসের আলোকে আমরা জানব, কিভাবে নফল নামাজ আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে আলোকিত করতে পারে।

তুমি যদি হৃদয় খুলে পড়ো, এই নফল নামাজের জগতে প্রবেশ করো, তোমার অন্তর অভিজ্ঞতা করবে এক অনন্য শান্তি। এবং হয়তো, প্রতিটি রাকাতের শেষে তুমি বুঝতে পারবে—এটাই জীবনের এক সত্যিকার সৌন্দর্য।

ভূমিকা (مقدمة الكتاب)

ইবাদতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম হলো নামাজ। ফরজ নামাজের পাশাপাশি ইসলামে নফল নামাজের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। নফল নামাজ হলো এমন একটি ইবাদত, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি, দুনিয়ার প্রশান্তি ও আখিরাতের মুক্তির অন্যতম হাতিয়ার।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:

“আমার বান্দা নফল আমল দ্বারা আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, অবশেষে আমি তাকে ভালোবাসি।”
(সহিহ বুখারি, হাদিস: ৬৫০২)

এই গ্রন্থে কুরআন ও হাদিসের আলোকে নফল নামাজের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, ফজিলত ও সামাজিক প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি পাঠকের হৃদয়ে নফল নামাজের প্রতি ভালোবাসা জন্ম নেবে এবং আমল করার উৎসাহ জাগবে।

প্রথম অধ্যায় : নফল নামাজের পরিচিতি

নফল শব্দের অর্থ

“নফল” (نفل) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো অতিরিক্ত, স্বেচ্ছামূলক, উপহার। ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়—

☞ ফরজ ও ওয়াজিব নামাজের বাইরে যে নামাজ আদায় করা হয়, তাকেই নফল নামাজ বলা হয়।

এটি এমন এক ইবাদত যা না করলে গুনাহ নেই, তবে পড়লে অসীম সওয়াব। বরং অনেক সময় নফল নামাজ বান্দার ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণ করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন:

إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ

“কিয়ামতের দিন বান্দার হিসাব শুরু হবে নামাজ থেকে। যদি নামাজ ভালো হয় তবে সে সফল ও মুক্তি পাবে, আর যদি খারাপ হয় তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরজ নামাজে ঘাটতি থাকে, আল্লাহ তাআলা বলবেন: দেখো, আমার বান্দার কোনো নফল নামাজ আছে কি না? থাকলে তার মাধ্যমে ফরজের ঘাটতি পূর্ণ করো।”

পারিভাষিক অর্থে নফল নামাজ হলো **ফরজ ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত ঐচ্ছিক নামাজ**। এর আভিধানিক অর্থ 'অতিরিক্ত' বা 'বাধ্যতামূলক নয় এমন কিছু'। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের একটি মাধ্যম এবং এর আদায় সওয়াবের কাজ হলেও, এটি না করলে কোনো গুনাহ হয় না। নফল নামাজ ফরজের ভুলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হিসেবেও কাজ করে।
নফল নামাজের পারিভাষিক অর্থ

- **ফরজ ও ওয়াজিবের অতিরিক্ত:** নফল নামাজ এমন ইবাদত যা ফরজ বা ওয়াজিবের মতো বাধ্যতামূলক নয়, বরং এটি অতিরিক্ত ঐচ্ছিক কাজ।
- **আল্লাহর নৈকট্য লাভের মাধ্যম:** নফল নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা অর্জন করা যায়।

- **সওয়াবের কাজ:** নফল নামাজ আদায় করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ।
- **ঐচ্ছিক ইবাদত:** এটি আদায় করা বা না করা ব্যক্তির ইচ্ছাধীন, কারণ এটি বাধ্যতামুলক নয়।

নফল নামাজের গুরুত্ব

- **ফরজ নামাজের পরিপূরক:** নফল নামাজ ফরজ নামাজের ত্রুটি বা ভুলগুলো পূরণ করতে সাহায্য করে।
- **গুনাহ মাফ:** এটি গুনাহ মাফের একটি মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে।
- **উচ্চ মর্যাদা লাভ:** নফল নামাজ আদায়কারী দুনিয়া ও আখিরাতে উঁচু মর্যাদা লাভ করে।

নফল নামাজের গুরুত্ব

নফল নামাজ আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিশেষ মাধ্যম। ফরজ ইবাদতের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়, আর নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর প্রেম অর্জন করে।

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন:

> "আমার বান্দা ফরজ আমল দ্বারা আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। আর যখন নফল আমল দ্বারা আমার কাছে আসে, তখন আমি তাকে ভালোবাসি। আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন আমি তার কান হয়ে যাই, যেটি দ্বারা সে শোনে; তার চোখ হয়ে যাই, যেটি দ্বারা সে দেখে; তার হাত হয়ে যাই, যেটি দ্বারা সে আঘাত করে; তার পা হয়ে যাই, যেটি দ্বারা সে চলে।"

নফল নামাজের প্রকারভেদ

১. সুন্নতে মুয়াক্কাদা

রাসূল ﷺ নিয়মিত পড়তেন, গুরুত্বের সাথে পালন করতেন।

যেমন: ফজরের আগে ২ রাকাত, মাগরিবের পরে ২ রাকাত।

২. সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা

মাঝে মাঝে পড়া হতো, সবসময় নয়।

যেমন: আসরের আগে ৪ রাকাত।

৩. সাধারণ নফল নামাজ

যে কোনো সময়, যে কোনো স্থানে পড়া যায় (নিষিদ্ধ সময় বাদে)।

যেমন: তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, সালাতুত তওবা, সালাতুল হাজত ইত্যাদি।

নফল নামাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটি ফরজ নামাজের অতিরিক্ত এবং ঐচ্ছিক ইবাদত, যা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়। নফল নামাজ আদায়কারীকে আল্লাহর প্রিয় করে তোলে এবং এর মাধ্যমে অতিরিক্ত সওয়াব লাভ করা যায়। নফল নামাজের মধ্যে তাহাজ্জুদ (রাতের নামাজ) সবচেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ, যা নিয়মিত আদায় করা অনেক মুমিনের বৈশিষ্ট্য।

নফল নামাজের বৈশিষ্ট্য

- **ঐচ্ছিকতা:** নফল নামাজ ফরজ বা ওয়াজিবের মতো বাধ্যতামূলক নয়, বরং এটি বান্দার স্বেচ্ছায় আদায়ের ওপর নির্ভরশীল।
- **আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন:** এর মূল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি লাভ করা, যা বান্দাকে তাঁর নৈকট্য ও ভালোবাসার দিকে নিয়ে যায়।
- **অতিরিক্ত সওয়াব:** ফরজ ও ওয়াজিব নামাজের পর নফল নামাজ আদায়ের মাধ্যমে অতিরিক্ত সওয়াব বা প্রতিদান লাভ করা যায়।
- **ধারাবাহিকতা:** অল্প হলেও নিয়মিত নফল নামাজ আদায় করার গুরুত্ব রয়েছে, কারণ আল্লাহ তা'আলা ধারাবাহিক আমল পছন্দ করেন।

- **বিভিন্ন প্রকার:** নফল নামাজের মধ্যে তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, জাওয়াল, আউওয়াবিন ইত্যাদি নির্ধারিত এবং অনির্ধারিত উভয় প্রকারের নামাজ রয়েছে।

নফল নামাজের নিয়ত

নফল নামাজের জন্য নির্দিষ্ট কোনো নিয়তের প্রয়োজন নেই, তবে যেকোনো নফল নামাজ শুরু করার আগে মনে মনে নিয়ত করা ভালো। আপনি "আমি আজকের এই নফল নামাজটি দুই রাকাতের জন্য পড়ছি" বা "আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুই রাকাত নফল নামাজ পড়ছি" এভাবে নিয়ত করতে পারেন। এছাড়া, কোনো নির্দিষ্ট নফল নামাজ যেমন "তাহাজ্জুদ" বা "শুকরানা" (কৃতজ্ঞতা) আদায় করতে চাইলে সেই অনুযায়ী নিয়ত করতে পারেন।

নফল নামাজগুলো অধিকাংশই সুন্নত। তাই নিয়তে সুন্নত বলা যাবে, নফল বললেও হবে; সুন্নত–নফল কোনো কিছু না বলে শুধু তাকবিরে তাহরিমা দিয়ে আরম্ভ করলেও হয়ে যাবে। দুই রাকাতের বেশি নফল নামাজের নিয়ত করে তা ছেড়ে দিলে বা যেকোনো জোড় সংখ্যা পূর্ণ হওয়ার পর বিজোড় সংখ্যায় নফল নামাজ ভেঙে গেলে; পরে এ জন্য শুধু দুই রাকাত আদায় করা ওয়াজিব হবে।

নফল নামাজের সুরা কিরাআত

নফল নামাজ যেকোনো সুরা বা আয়াত দিয়ে পড়া যায়। নফল নামাজে সূরার তারতিব বা ধারাক্রম জরুরি নয়। নফল নামাজের সূরা কিরাআত নীরবে পড়তে হয়; তবে রাতের নফল নামাজ ইচ্ছা করলে সরবেও পড়া যায়। বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন নফল নামাজের বিভিন্ন সূরা কিরাআত ও বিশেষ বিশেষ নিয়ম বর্ণিত আছে। সম্ভব হলে তা অনুসরণ করা উত্তম; তবে জরুরি নয়। নফল নামাজে যত ইচ্ছা তত দীর্ঘ কিরাআত পাঠ করা যায়। এতে রাকাত দীর্ঘ করার জন্য এবং তিলাওয়াতের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য একই রাকাতে বিভিন্ন সূরা ও বিভিন্ন আয়াত পড়া যায় এবং একই রাকাতে একই সূরা বারবার পড়া যায়। নফল নামাজে কিরাআতে তিলাওয়াতের তারতিব বা ধারাবাহিকতা বজায় রাখা জরুরি নয়। নফল নামাজে রুকু, সিজদাসহ প্রতিটি রুকন বা পর্ব দীর্ঘায়িত করা সুন্নত ও মোস্তাহাব। এ জন্য রুকু ও সিজদায় তাসবিহ অনেকবার পড়া যায় এবং অন্যান্য পর্বে বেশি পরিমাণে বিভিন্ন দোয়া (যা কোরআন-হাদিসে আছে) পাঠ করা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : কুরআনের আলোকে নফল নামাজ

নফল ইবাদত সম্পর্কে কুরআনে বিভিন্ন আয়াত রয়েছে, যা নফল ইবাদতের গুরুত্ব ও ফজিলত বর্ণনা করে। যেমন, সূরা সিজদা (আয়াত ১৬)-এ তাহাজ্জুদ নামাজের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে, সূরা বাকারা (আয়াত ২৭১)-এ গোপনে দান করার কথা বলা হয়েছে এবং সূরা বাকারা (আয়াত ১৮৫)-এ কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

নফল ইবাদত সম্পর্কে কুরআনের আয়াত

- সূরা সিজদা, আয়াত ১৬:
- তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা হতে দূরে থাকে [১] তারা তাদের রবকে ডাকে আশংকা ও আশায় [২] এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় করে।
-
- [১] অর্থাৎ আয়েশ-আরাম করে রাত কাটানোর পরিবর্তে তারা নিজেদের রবের ইবাদাত করে। তাদের অবস্থা এমনসব দুনিয়াপূজারীদের মতো নয় যাদের দিনের পরিশ্রমের কষ্ট দূর করার জন্য রাতে নাচ-গান, শরাব পান ও খেলা তামাশার মতো আমোদ প্রমোদের প্রয়োজন হয়। এর পরিবর্তে তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, সারা দিন নিজেদের দায়িত্ব পালন করে কাজ শেষে এসে দাঁড়ায় তারা নিজেদের রবের সামনে। তাঁকে স্মরণ করে রাত কাটিয়ে দেয়। তাঁর ভয়ে কাঁপতে থাকে এবং তাঁর কাছেই নিজেদের সমস্ত আশা-আকাংখা সমর্পণ করে। [দেখুন, মুয়াসসার, কুরতুবী, বাগভী]
- [২] আয়াতে মুমিনগণের এক গুণ এই বলে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তাদের শরীরের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে আলাদা থাকে এবং শয্যা পরিত্যাগ করে আল্লাহর যিকর ও দো'আয় আত্মনিয়োগ করে। কেননা এরা মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তিকে ভয় করে এবং তাঁর করুণা ও পূণ্যের আশা করে থাকে। আশা-নিরাশাপূর্ণ এ অবস্থা তাদেরকে যিকর ও দো'আর জন্য ব্যাকুল করে রাখে। অধিকাংশ মুফাসসিরগণের মতে শয্যা পরিত্যাগ করে যিকর ও দো'আয় আত্মনিয়োগ করার অর্থ তাহাজ্জুদ ও নফল সালাত যা ঘুম থেকে উঠার পর গভীর রাতে পড়া হয়। হাদীসের অপরাপর বর্ণনা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। মা'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু 'আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা নবীজীর সঙ্গে সফরে ছিলাম, সফরকালে একদিন আমি আরজ করলাম; ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে এমন কোনো আমল বলে দিন যার মাধ্যমে আমি জান্নাত লাভ করতে পারি এবং জাহান্নাম থেকে অব্যাহতি পেতে পারি। তিনি বললেন, তুমি তো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বস্তু প্রার্থনা করেছ। কিন্তু

আল্লাহ পাক যার জন্যে তা সহজ করে দেন তার পক্ষে তা লাভ করা অতি সহজ। অতঃপর বললেন, সে আমল এই যে, আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো অংশীদার স্থাপন করবে না। সালাত প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত প্রদান করবে, সাওম রাখবে এবং বায়তুল্লাহ শরীফের হজ সম্পন্ন করবে। অতঃপর তিনি বললেন, এসো, তোমাকে পুণ্য দ্বারের সন্ধান দিয়ে দেই, (তা এই যে,) সাওম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ (যা শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়)। আর সদকা মানুষের পাপানল নির্বাপিত করে দেয়। অনুরূপভাবে মানুষের গভীর রাতের সালাত; এই বলে কোরআন মজীদের উল্লেখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন। [তিরমিয়ী ২৬১৬, ইবন মাজাহ ৩৯৭৩, মুসনাদে আহমাদ ৫/২৩১]

- সাহাবী আবুদ্দারদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, প্রখ্যাত তাবেয়ী কাতাদাহ ও যাহহাক রাহেমাহুমাল্লাহ বলেন যে, সেসব লোকও শয্যা থেকে শরীরের পার্শ্বদেশ পৃথক হয়ে থাকা গুণের অধিকারী, যারা এশা ও ফজর উভয় সালাত জামা'আতের সাথে আদায় করেন। প্রখ্যাত সাহাবী আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত আছে, উল্লেখিত আয়াত যারা এশার সালাতের পূর্বে শয্যা গ্রহণ না করে, এশার জামাতের জন্য প্রতীক্ষারত থাকেন, তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। [আবু দাউদ ১৩২১, তিরমিয়ী ৩১৯৬] ইবন কাসীর ও অন্যান্য তাফসীরকারগণ বলছেন যে, এসব বক্তব্যের মধ্যে পরস্পর কোনো বিরোধ নেই। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। এর মধ্যে শেষরাতের সালাতই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী।
- (এই আয়াতটি রাতের নফল ইবাদত, বিশেষত তাহাজ্জুদ নামাজের প্রতি উৎসাহিত করে)।
- সূরা বাকারা, আয়াত ২৭১: "তোমরা যদি প্রকাশ্যে দান করো, তবে তা ভালো। আর যদি তা গোপনে করো ও অভাবীকে দাও, তবে তা তোমাদের জন্য আরও ভালো। আর এর জন্য তিনি তোমাদের কিছু-কিছু পাপ মোচন করবেন। তোমরা যা করো, আল্লাহ তো তা জানেন।"
- [১] অর্থাৎ গোপন দান করার মধ্যে যদি তুমি কোনো বাহ্যিক উপকার না দেখ, তবে বিষন্ন হওয়া উচিত নয়। কেননা তোমার গোনাহ আল্লাহ্ মাফ করবেন। এটা তোমার বিরাট উপকার।
- [২] বাহ্যতঃ এ আয়াতে ফরয ও নফল সব রকমের দান-সদকাকে অন্তর্ভুক্ত করে বলা হয়েছে যে, সর্ব প্রকার দানের ক্ষেত্রে গোপনীয়তাই উত্তম। এতে দীনী ও বৈষয়িক উভয় প্রকার উপকারিতাই বর্তমান। দীনী উপকারিতা এই যে, এতে রিয়া তথা লোক দেখানোর সম্ভাবনা নেই এবং দান গ্রহণকারীও লজ্জিত হয় না। বৈষয়িক উপকারিতা

এই যে, স্বীয় অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে না। গোপনীয়তা উত্তম হওয়ার মানে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে উত্তম হওয়া। সুতরাং অপবাদ খণ্ডন করা, অন্যে তা অনুসরণ করবে এরূপ আশা করা ইত্যাদি কারণে যদি কোনো ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে দান করা উত্তম বিবেচিত হয়, তবে তা এর পরিপন্থী নয়। [মা'আরিফুল কুরআন]

- (এই আয়াতটি ফরজ ও নফল দান বা সাদকা গোপনে করার ফজিলত বর্ণনা করে)।
- **সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৫:** "রমজান মাস, যার মধ্যে কুরআন নাজিল হয়েছে মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে এবং পথনির্দেশক ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী হিসেবে।" (এই আয়াতটি রমজান মাসে কুরআন তিলাওয়াতকে নফল ইবাদত হিসেবে উৎসাহিত করে)।
- **সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২:** "হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়।" (এই আয়াতটি তাকওয়া বা আল্লাহভীতির গুরুত্ব বোঝায়, যা সব নফল ইবাদতের মূল ভিত্তি)।
- **সূরা আত তাগাবুন, আয়াত ১৬:** "তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর।" (এই আয়াতটি নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করার নির্দেশ দেয়)।

১. নফল ইবাদতের প্রতি কুরআনের ইশারা

কুরআনুল কারীমে নফল নামাজকে সরাসরি “নফল” শব্দ দিয়ে উল্লেখ করা হয়নি, তবে বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের অতিরিক্ত ইবাদতের প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায়—ফরজ ইবাদতের পর নফল ইবাদতই বান্দাকে আল্লাহর কাছে বিশেষভাবে প্রিয় করে তোলে।

---

২. তাহাজ্জুদের নির্দেশ

আল্লাহ বলেন:

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

“আর রাতের একটি অংশে আপনি তাহাজ্জুদ পড়ুন—এটি আপনার জন্য নফল। সম্ভবত আপনার রব আপনাকে সম্মানিত একটি অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবেন।”
(সূরা আল-ইসরা: ৭৯)

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে রাতের নফল নামাজের গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে।

৩. নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য

আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱسْجُدْ وَٱقْتَرِب۩﴾

“সেজদা করো এবং আল্লাহর নিকটবর্তী হও।”
(সূরা আল-আলাক: ১৯)
অর্থাৎ—ফরজ নামাজ ছাড়াও সেজদার (নামাজের) মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে আরও নিকটবর্তী হতে পারে।

---

৪. আল্লাহর সাহায্য লাভে নফল ইবাদত

আল্লাহ বলেন:

﴿وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَٰشِعِينَ﴾

“সবরে (ধৈর্যে) ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই এটি ভারী, তবে খুশু-খুযুর লোকদের জন্য নয়।”
(সূরা আল-বাকারা: ৪৫)

এখানে আল্লাহ ইঙ্গিত দিয়েছেন, নফল নামাজ বান্দার জন্য কষ্টের সময়ে সহায়তা ও আল্লাহর সাহায্য লাভের মাধ্যম।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ

“আপনার প্রতিপালক জানেন যে, আপনি রাতের দুই-তৃতীয়াংশ, অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ সময় নামাজে দাঁড়িয়ে থাকেন—আর আপনার সঙ্গে একদল সাহাবিও। আল্লাহ রাত ও দিনের হিসাব নির্ধারণ করেন।”
(সূরা আল-মুজ্জাম্মিল: ২০)
আল-মুযযামমিল ৭৩:২০

۞إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝

নিশ্চয় তোমার রব জানেন যে, তুমি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কিছু কম, অথবা অর্ধরাত অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাতে দাঁড়িয়ে থাক এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের মধ্য থেকে একটি দলও। আর আল্লাহ রাত ও দিন নিরূপণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা তা করতে সক্ষম হবে না। তাই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে। অতএব তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়। আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(হে রাসূল!) তোমার প্রতিপালক জানেন, তুমি রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে, (কখনও) অর্ধ রাতে এবং (কখনও) রাতের এক-তৃতীয়াংশে (তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য) জাগরণ কর এবং তোমার সঙ্গীদের মধ্যেও একটি দল (এ রকম করে)। রাত ও দিনের পরিমাণ আল্লাহই নির্ধারণ করেন। তিনি জানেন, তোমরা এর যথাযথ হিসাব রাখতে পারবে না। কাজেই তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং কুরআনের যতটুকু (পড়া তোমাদের জন্য) সহজ হয় ততটুকুই পড়। আল্লাহ জানেন তোমাদের মধ্যে কিছু লোক অসুস্থ হয়ে পড়বে, অপর কিছু লোক এমন থাকবে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানের জন্য পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে এবং কিছু লোক থাকবে এমন, যারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ রত থাকবে। সুতরাং তোমরা তা (অর্থাৎ কুরআন) থেকে ততটুকুই পড়, যা সহজ হয় এবং নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর ও আল্লাহকে ঋণ দাও উত্তম ঋণ। তোমরা নিজেদের জন্য উত্তম যাই অগ্রিম পাঠাবে, আল্লাহর কাছে গিয়ে তোমরা তা আরও উৎকৃষ্ট অবস্থায় এবং মহা পুরস্কাররূপে বিদ্যমান পাবে। আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

নিশ্চয় আপনার রব জানেন যে, আপনি সালাতে দাঁড়ান কখনও রাতের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ, কখনও অর্ধাংশ এবং কখনও এক-তৃতীয়াংশ এবং দাঁড়ায় আপনার সঙ্গে যারা আছে তাদের একটি দলও। আর আল্লাহ্ই নির্ধারণ করেন দিন ও রাতের পরিমান [১]। তিনি জানেন যে, তোমরা এটা পুরোপুরি পালন করতে পারবে না [২], তাই আল্লাহ্ তোমাদের ক্ষমা করলেন [৩]। কাজেই কুরআন থেকে যতটুকু সহজ ততটুকু পড়, আল্লাহ্ জানেন যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে, আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশ ভ্রমন করবে এবং কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াইয়ে লিপ্ত হবে। কাজেই তোমরা কুরআন হতে যতটুকু সহজসাধ্য ততটুকু পড়। আর তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর [৪] এবং আল্লাহ্কে দাও উত্তম ঋণ [৫]। তোমরা তোমাদের নিজেদের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম পাঠাবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর কাছে [৬]। তা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসেবে মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর আল্লাহর কাছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

 ‘দ্বিতীয় রুকূ’

[১] সূরার শুরুতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সকল মুসলিমের উপর তাহাজ্জুদ ফরয করা হয়েছিল এবং এই সালাত অর্ধারাত্রির কিছু বেশী এবং কমপক্ষে এক তৃতীয়াংশ রাত্রি পর্যন্ত দীর্ঘ হওয়াও ফরয ছিল। আল্লাহর জ্ঞান অনুযায়ী যখন এর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেল, তখন তাহাজ্জুদের ফরয রহিত করে সে নির্দেশ শিথিল ও সহজ করে দেয়া হলো। [দেখুন, কুরতুবী]

[২] تحصو মূল হলো حصاء যার অর্থ গণনা করা। যেমন, পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে, وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا "আর তিনি (আল্লাহ্) সব কিছু সংখ্যায় গণনা করে রেখেছেন।" [সূরা আল-জিন ২৮] অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা জানেন যে, তোমরা এর গণনা করতে পারবে না। তাহাজ্জুদের সালাতে আল্লাহ্ তা'আলা রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ থেকে দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করেছিলেন। কিন্তু সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এই সালাতে মশগুল থাকা অবস্থায় রাত্র কতটুকু হয়েছে, তা জানা কঠিন ছিল। [দেখুন, কুরতুবী; সা'দী] আবার কোনো কোনো তাফসীরবিদ বলেন, إحصاء অর্থ কোনো কিছু যথানিয়মে কাজে লাগানো বা সক্ষম হওয়া। সে হিসেবে এখানে لَّنْ تُحْصُوْهُ শব্দের অর্থ দীর্ঘ সময় এবং নিদ্রার সময়ে প্রত্যেকে যথারীতি সালাত পড়তে সক্ষম না হওয়া। [তাবারী] এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার এসেছে, যেমন হাদীসে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে, من أحصا ها دخل الجنة অর্থাৎ "যে ব্যক্তি আল্লাহর নামসমূহকে কর্মের ভিতর দিয়ে পুরোপুরি ফুটিয়ে তোলে সে জান্নাতে দাখিল হবে।" [বুখারী ৬৪১০, মুসলিম ২৬৭৭] এ অর্থের জন্য দেখুন, শারহুস সুন্নাহ লিল বাগভী ৫/৩১; আল-আসমা ওয়াস সিফাত লিল বাইহাকী ১/২৭; কাশফুল মুশকিল মিন হাদীসিস সাহীহাইন লি ইবনিল জাওয়ী ৩/৪৩৫; তারহুত তাসরীব লিল ইরাকী ৭/১৫৪; ফাতহুল বারী লি ইবন হাজার ১/১০৬; সুবুলুস সালাম লিস সান'আনী ২/৫৫৬।

[৩] تاب শব্দের আসল অর্থ প্রত্যাবর্তন করা। গোনাহের তাওবাকেও একারণে তাওবা বলা হয় যে, মানুষ এতে পূর্বের গোনাহ থেকে প্রত্যাবর্তন করে। কেউ কেউ বলেন, এখানে কেবল প্রত্যাহার বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা ফরয তাহাজ্জুদের আদেশ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। [কুরতুবী]

[৪] প্রসিদ্ধ এই যে, যাকাত হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে ফরয হয়েছে এই আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এ কারণে কোনো কোনো তাফসীরবিদ বিশেষ ভাবে এই আয়াতটিকে মদীনায় অবতীর্ণ বলেছেন। কিন্তু সঠিক মত হলো, যাকাত মক্কায় ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ফরয হয়েছিল, কিন্তু তার নেসাব ও পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষে বর্ণিত হয়েছে, এমতাবস্থায় আয়াত মক্কায় অবতীর্ণ হলেও ফরয যাকাত বোঝানো যেতে পারে। [দেখুন, ইবন কাসীর]

[৫] মূলতঃ এখানে ফরয ও নফল দান-খয়রাত ও কার্যাদি বোঝানো হয়েছে। [সা'দী] আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে এমনভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যেন ব্যয়কারী আল্লাহকে ঋণ দিচ্ছে। কেউ কেউ এর অর্থ এই নিয়েছেন যে, যাকাত ছাড়া ও অনেক আর্থিক ওয়াজিব পাওনা মানুষের উপর বর্তে; যেমন, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির ভরণ-পোষণ ইত্যাদি। [কুরতুবী]

[৬] এর অর্থ হলো, আখেরাতের জন্য যা কিছু তোমরা আগেই পাঠিয়ে দিয়েছো তা তোমাদের ঐ সব জিনিসের চেয়ে অনেক বেশী উপকারী যা তোমরা দুনিয়াতেই রেখে দিয়েছো এবং

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্ত কোনো কল্যাণকর কাজে ব্যয় করোনি। হাদীসে উল্লেখ আছে, একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের এমন কেউ আছে যার নিজের অর্থ-সম্পদ তার উত্তরাধিকারীর অর্থ-সম্পদের চেয়ে তার কাছে বেশী প্রিয়? জবাবে লোকেরা বললো, "হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের মধ্যে কেউ-ই এমন নেই যার নিজের অর্থ-সম্পদ তাঁর কাছে তার উত্তরাধিকারীর অর্থ-সম্পদ থেকে বেশী প্রিয় নয়।" তখন তিনি বললেন, 'তোমরা কি বলছো তা ভেবে দেখো।' লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের অবস্থা আসলেই এরূপ। একথা শুনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমাদের নিজের অর্থ-সম্পদ তো সেইগুলো যা তোমরা আখেরাতের জন্য অগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছো। আর যা তোমরা রেখে দিয়েছো সেগুলো ওয়ারিশ বা উত্তরাধিকারীদের অর্থ-সম্পদ। [বুখারী ৬৪৪২] [ইবন কাসীর]
এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়—নবী ﷺ এবং তাঁর সাহাবারা নফল নামাজে (তাহাজ্জুদে) দীর্ঘ সময় ব্যয় করতেন।

---

৬. নফল ইবাদতের পুরস্কার সীমাহীন

আল্লাহ বলেন:

﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

"যে কেউ অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে কেউ অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে।"
(সূরা আয-যিলযাল: ৭-৮)

সাহাবায়ে কেরামের নিকটে নফল নামাজের মর্যাদা

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবারা নফল নামাজকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁরা নফল নামাজকে আত্মার প্রশান্তি, ঈমানের শক্তি এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম মনে করতেন।

হযরত আবু বকর (রাঃ) প্রতিদিন ফরজ নামাজের পর নফল নামাজ আদায় করতেন এবং বলতেন,

> “ফরজ নামাজের পর নফল নামাজ হলো ঈমানের দৃঢ়তার চিহ্ন।”

হযরত উমর (রাঃ) রাত্রিতে দীর্ঘ সময় নফল নামাজে দাঁড়িয়ে থাকতেন। একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে বলেছিলেন,

> “যে ব্যক্তি নফল নামাজে অভ্যস্ত হয়, সে আল্লাহর রহমতের দরজা খুলে দেয়।”

হযরত উসমান (রাঃ) এক রাকাআতে পুরো কুরআন তেলাওয়াত করার অভ্যাস রাখতেন। তিনি বলতেন,

> “রাতের নফল নামাজ আমাকে দুনিয়ার চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়।”

হযরত আলী (রাঃ) বলতেন,

> “নফল নামাজ ফরজ নামাজের রক্ষাকবচ। যদি কোনো ফরজ নামাজে ঘাটতি হয়, নফল নামাজ তা পূরণ করে।”

সাহাবায়ে কেরামরা শুধু রাতে নয়, দিনে বিভিন্ন সময়েও নফল নামাজ পড়তেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল—
নফল নামাজ মানুষের অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখে, তাকওয়া বাড়ায় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সহায়ক হয়।

তৃতীয় অধ্যায় : হাদিসের আলোকে নফল নামাজ

হাদিসের আলোকে নফল নামাজ হলো ফরজ নামাজের অতিরিক্ত ইবাদত, যা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পড়া হয়। নফল ইবাদতের মধ্যে তাহাজ্জুদ (রাতের নামাজ), সুন্নাত নামাজ (ফরজ নামাজের আগে-পরে), এবং বিভিন্ন বিশেষ নফল নামাজ যেমন ইশরাক, চাশত, এবং সালাতুত তাসবীহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। নফল নামাজ আদায়কারীকে আল্লাহ তাআলা বেশি পছন্দ করেন এবং সিজদার মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে কাছে পৌঁছে যায়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে জান্নাতে থাকার সৌভাগ্য অর্জন : জান্নাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে থাকা বড়ই সৌভাগ্য ও মর্যাদার বিষয়। এই সৌভাগ্য তারাই অর্জন করতে পারবে যারা অধিক হারে নফল ছালাত আদায় করবে। এর মাধ্যমে তার ছওয়াব বৃদ্ধি পাবে এবং গুনাহ দূর হবে। রবী‘আহ বিন কা‘ব (রাঃ) বলেন, كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ لِى سَلْ. فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِى الْجَنَّةِ. قَالَ أَوَغَيْرَ ذَلِكَ. قُلْتُ هُوَ ذَاكَ. قَالَ فَأَعِنِّى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُود ‘আমি রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাথে থাকতাম এবং ওযূর পানিসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এগিয়ে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, (কল্যাণের কিছু) চেয়ে নাও। আমি নিবেদন করলাম, আমি জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি বললেন, এছাড়া আর কিছু চাও? আমি বললাম, এটাই (আমি চাই)। তিনি বললেন, তুমি বেশী বেশী সিজদা করে (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য কর’।[13]

জাহান্নামের আগুন হারাম : যারা ফরয ছালাতের সাথে সাথে নফল ছালাত আদায় করেন আল্লাহ তা‘আলা তাদের প্রতি অত্যন্ত খুশি হন। ফলে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়। উম্মু হাবীবা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ ‘যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে চার রাক‘আত এবং পরে চার রাক‘আত ছালাত আদায় করে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন’।[14] অন্যত্র তিনি বলেন

مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا لَمْ تَمَسَّهُ النَّار ‘

যে ব্যক্তি যোহরের ফরয ছালাতের পূর্বে চার রাক‘আত এবং পরে চার রাক‘আত ছালাত আদায় করবে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না’।[15]

আল্লাহ তা'আলা বান্দার উপর যে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন সেটা ছাড়াও কতিপয় নফল ছালাত রয়েছে, যা অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ।

১. ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণ করে

রাসূল ﷺ বলেছেন:

‹إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ... فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ اللَّهُ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ، فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ›

(আবু দাউদ: ৮৬৪)

অর্থ: কিয়ামতের দিন বান্দার প্রথম হিসাব হবে নামাজের। যদি ফরজে ঘাটতি থাকে, আল্লাহ বলবেন—দেখো, তার কোনো নফল আছে কি না। থাকলে তা দিয়ে ঘাটতি পূর্ণ করো।

২. নফল নামাজ আল্লাহর ভালোবাসার মাধ্যম

হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন:

‹وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ›

(সহিহ বুখারি: ৬৫০২)

অর্থ: আমার বান্দা নফল আমলের মাধ্যমে আমার কাছে আসতে থাকে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি।

৩. তাহাজ্জুদের ফজিলত

রাসূল ﷺ বলেছেন:

‹أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل

(সহিহ মুসলিম: ১১৬৩)

অর্থ: ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হলো রাতের নামাজ (তাহাজ্জুদ)।

---

৪. ইশরাক ও দুহা নামাজের ফজিলত

রাসূল ﷺ বলেছেন:

ﻣﻦ صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة

(তিরমিজি: ৫৮৬)

অর্থ: যে ফজরের নামাজ জামাতে পড়ে, তারপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহর যিকির করে বসে থাকে এবং এরপর দুই রাকাত ইশরাক নামাজ পড়ে—তার জন্য পূর্ণ হজ ও উমরার সওয়াব লিখে দেওয়া হয়।

---

৫. সালাতুত তওবা (তাওবার নামাজ)

রাসূল ﷺ বলেছেন:

ﻣﺎ من عبد يذنب ذنبًا فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له

(আবু দাউদ: ১৫২১)

অর্থ: কোনো বান্দা গুনাহ করলে, তারপর সুন্দরভাবে ওযু করে দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।

নফল নামাজ শেষে সাধারণ দোয়া করা যায়। এখানে কিছু দোয়া তুলে ধরা হলো:

১. ক্ষমা প্রার্থনার দোয়া

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهَا، دِقَّهَا وَجِلَّهَا، وَأَوَّلَهَا وَآخِرَهَا، وَعَلَانِيَتَهَا وَسِرَّهَا
“হে আল্লাহ! আমার সব গুনাহ মাফ করে দাও—ছোট-বড়, প্রথম-শেষ, প্রকাশ্য-গোপন সব।”
---

২. হেদায়াতের দোয়া

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ
“হে আল্লাহ! যাদেরকে তুমি হেদায়াত দিয়েছ, আমাকেও তাদের সঙ্গে হেদায়াত দাও। যাদেরকে তুমি নিরাপদ রেখেছ, আমাকেও তাদের সঙ্গে নিরাপদ রাখো। যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ, আমাকেও তাদের সঙ্গে অনুগ্রহ করো।”
---

৩. দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের দোয়া

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
“হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়াতে ভালো দাও, আখিরাতে ভালো দাও, আর আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”

চতুর্থ অধ্যায় : দৈনন্দিন নফল নামাজসমূহ

নফল নামাজ হলো ফরজ নামাজের অতিরিক্ত ইবাদত। ইসলামে প্রতিদিনের নির্দিষ্ট সময়গুলোতে কিছু নফল নামাজ পড়ার বিশেষ ফজিলত বর্ণিত হয়েছে। এই নামাজগুলো ফরজের ঘাটতি পূরণ করে এবং বান্দাকে আল্লাহর কাছে আরও প্রিয় করে তোলে।

১. ফজরের আগে ২ রাকাআত সুন্নত

নবী করিম ﷺ বলেছেন —

> “ফজরের আগে দুই রাকাআত নামাজ দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম।” (সহিহ মুসলিম)

এই দুই রাকাআতকে বলা হয় “ফজরের সুন্নতে মুয়াক্কাদা” — অর্থাৎ এমন সুন্নত যা নবী ﷺ কখনও ত্যাগ করেননি।
তিনি সাধারণত ঘরে বসেই খুব সংক্ষিপ্তভাবে এই নামাজ আদায় করতেন এবং পরে মসজিদে গিয়ে ফরজ নামাজ পড়তেন।

ফজরের এই দুই রাকাআত নামাজে তিনি সাধারণত নিম্নলিখিত সূরা পড়তেন —

প্রথম রাকাআতে সূরা আল-কাফিরুন,

দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা আল-ইখলাস।

---

২. যোহরের আগে ও পরে নফল

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন —

> “যে ব্যক্তি যোহরের আগে চার রাকাআত এবং পরে দুই রাকাআত পড়বে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে হারাম করবেন।”
(তিরমিজি, আবু দাউদ)

যোহরের আগে ৪ রাকাআত: সুন্নতে মুয়াক্কাদা (অবশ্য পালনীয় সুন্নত)।

যোহরের পরে ২ রাকাআত: সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

অনেক সাহাবা যোহরের আগে চার রাকাআত ও পরে চার রাকাআত পড়তেন।
নবী ﷺ মাঝে মাঝে যোহরের পর আরও দুই রাকাআত অতিরিক্ত নফল নামাজ পড়তেন।

---

৩. আসরের আগে নফল

নবী করিম ﷺ বলেছেন —

> “আসরের আগে চার রাকাআত নামাজ পড়া ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ রহমত বর্ষণ করুন।”
(তিরমিজি)

এই চার রাকাআত সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা, অর্থাৎ অত্যাবশ্যক নয়, তবে অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ।
অনেক সাহাবা ও তাবেঈনরা নিয়মিত আসরের আগে চার রাকাআত নামাজ পড়তেন।

---

৪. মাগরিবের পরে নফল

নবী ﷺ মাগরিবের ফরজের পর দুই রাকাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা নিয়মিত পড়তেন।
এরপর তিনি কখনও কখনও আরও দুই বা চার রাকাআত অতিরিক্ত নফল নামাজ পড়তেন।

তিনি বলেছেন —

> “যে ব্যক্তি মাগরিবের পর দুই রাকাআত নামাজ পড়বে, তার জন্য জান্নাতে ঘর নির্মিত হবে।”
(ইবনে মাজাহ)

এই নামাজ ঘরে পড়া উত্তম, তবে মসজিদেও পড়া জায়েজ।

---

৫. এশার পরে নফল

এশার ফরজ নামাজের পর রয়েছে —

দুই রাকাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা,

এরপর ইচ্ছা করলে অতিরিক্ত ২, ৪ বা ৬ রাকাআত নফল নামাজ পড়া যায়।

সবশেষে নবী করিম ﷺ বিতর নামাজ আদায় করতেন, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
তিনি বলেছেন —

> “হে কুরআনধারী মানুষ, বিতর নামাজ আদায় করো; কেননা আল্লাহ তাআলা এক এবং তিনি বিজোড় (বিতর) সংখ্যা ভালোবাসেন।”
(আবু দাউদ)

এশার পরের এই নফল ও বিতর নামাজে আত্মিক প্রশান্তি লাভ হয় এবং এটি রাতের ইবাদতের সূচনা হিসেবে গণ্য হয়।

❁ সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

দৈনন্দিন নফল নামাজগুলো হলো —

সময়	নামাজের নাম	রাকাআত	ধরণ
ফজরের আগে	সুন্নতে মুয়াক্কাদা	২	খুব গুরুত্বপূর্ণ
যোহরের আগে	সুন্নতে মুয়াক্কাদা	৪	খুব গুরুত্বপূর্ণ
যোহরের পরে	সুন্নতে মুয়াক্কাদা	২	গুরুত্বপূর্ণ
আসরের আগে	নফল	৪	ফজিলতপূর্ণ
মাগরিবের পরে	সুন্নতে মুয়াক্কাদা	২	গুরুত্বপূর্ণ
এশার পরে	সুন্নত ও নফল	২+	ফজিলতপূর্ণ
বিতর	সুন্নতে মুয়াক্কাদা	৩	অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

পঞ্চম অধ্যায় ঃবিশেষ নফল নামাজ

নফল নামাজের ধরন অনেক রকম। প্রতিটি নফল নামাজের রয়েছে বিশেষ ফজিলত ও পুরস্কার। এখানে গুরুত্বপূর্ণ নফল নামাজগুলো আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা হলো—

--নফল নামাজ প্রধানত দুই প্রকার: নির্ধারিত ও অনির্ধারিত। নির্ধারিত নফল নামাজের মধ্যে রয়েছে **তাহাজ্জুদ, ইশরাক, চাশত, জাওয়াল এবং আউওয়াবিন**। অন্যদিকে, অনির্ধারিত নফল নামাজ হলো সেই সব নামাজ যা নির্দিষ্ট সময় বা রাকাত সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট নয়, তবে নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যেকোনো সময়ে পড়া যায়।

নফল নামাজের প্রকারভেদ

- **নির্ধারিত নফল নামাজ:** এগুলোতে নির্দিষ্ট সময় ও রাকাত সংখ্যা রয়েছে। যেমন:
  - তাহাজ্জুদ নামাজ
  - ইশরাক নামাজ
  - চাশত নামাজ
  - জাওয়াল নামাজ
  - আউওয়াবিন নামাজ
- **অনির্ধারিত নফল নামাজ:** এগুলো নির্দিষ্ট সময় বা রাকাত সংখ্যা দ্বারা নির্দিষ্ট নয় এবং নিষিদ্ধ সময় ছাড়া যেকোনো সময় পড়া যায়।
  - এই ধরনের নামাজে নিষিদ্ধ সময়গুলো (যেমন: সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত ও ঠিক মাথার ওপর সূর্য থাকা অবস্থায়) বাদ দিয়ে যেকোনো সময়ে পড়া যায়।

১. তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ নামাজ

তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ : নফল ছালাত সমূহের মধ্যে অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ছালাত হ'ল রাতের ছালাত তথা তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ। রামাযানে এশার পর প্রথম রাতে পড়লে তাকে 'তারাবীহ' এবং রামাযান ও অন্যান্য সময়ে শেষরাতে পড়লে তাকে 'তাহাজ্জুদ' বলা হয়। তারাবীহ, তাহাজ্জুদ, ক্বিয়ামে রামাযান, ক্বিয়ামুল লায়েল সবকিছুকে এক কথায় 'ছালাতুল লায়েল' বা 'রাত্রির ছালাত' বলা হয়।[31] 'রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির এই নফল ছালাত বিতরসহ ১১ রাক'আতের বেশী পড়েনি। যেমন আয়েশা (রাঃ)

مَا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلاَ فِيْ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلاَ تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلاَثًا ،

‘রামাযান বা রামাযানের বাইরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রাত্রির ছালাত এগার রাক‘আতের বেশী আদায় করেননি। তিনি প্রথমে (২+২)[32] চার রাক‘আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিনি (২+২) চার রাক‘আত পড়েন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতঃপর তিন রাক‘আত পড়েন’।[33]

রাতের ছালাত শ্রেষ্ঠ ছালাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ ‘ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ’ল রাত্রির (নফল) ছালাত’।[34]

মানব জীবন ভুল-ভ্রান্তি ও নানা পাপে জর্জরিত। তাই পাপ থেকে মুক্তি পেতে সরাসরি আল্লাহর সাথে কথোপকথনের মাধ্যম হ’ল তাহাজ্জুদ ছালাত। এ ছালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর আহবানে সাড়া দিয়ে নিজের জীবনকে পাপ মুক্ত করে আল্লাহর খাঁটি বান্দাতে রূপান্তরিত হ’তে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْآخِرُ فَيَقُوْلُ مَن يَّدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، مَنْ يَّسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ، مَن يَّسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَه...

‘আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ তা‘আলা প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন এবং বলতে থাকেন, কে আছ আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব’।[35]

অন্যত্র তিনি বলেন

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِه ،

‘যে ব্যক্তি রামাযানে ঈমানের সাথে ও ছওয়াবের আশায় রাত্রির ছালাত আদায় করে, তার বিগত সকল গোনাহ মাফ করা হয়’।[36] তিনি আরো বলেছেন

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ وَمُكَفِّرَةٌ لِّلسَّيِّئَاتِ وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ،

‘তোমাদের জন্য ক্বিয়ামুল লায়ল বা রাতের ছালাত আদায় করা উচিত। রাতে ইবাদত করা হচ্ছে তোমাদের পূর্ববর্তী নেক লোকদের রীতি। তোমাদের জন্য তোমাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের পন্থা, গোনাহ মাফের উপায় এবং অপরাধ, অশ্লীলতা হ’তে বিরত থাকার মাধ্যম’।[37]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,إِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يُرَى ظَاهِرُهَا مِنْ بَاطِنِهَا وَبَاطِنُهَا مِنْ

ظَاهِرِهَا أَعَدَّهَا اللهُ لِمَنْ أَلَانَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَتَابَعَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَام ،ٌ

‘জান্নাতের মধ্যে এমন মসৃণ প্রাসাদ রয়েছে যার বাইরের জিনিস সমূহ ভিতর হ’তে এবং ভিতরের জিনিস সমূহ বাহির হ’তে দেখা যায়। সেসব প্রাসাদ আল্লাহ এমন ব্যক্তির জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন যে ব্যক্তি মানুষের সাথে নরম কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, নিয়মিত ছিয়াম পালন করে এবং রাতে মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন ছালাত আদায় করে’।[38]

সময়: ইশার নামাজের পর ঘুমিয়ে উঠে রাতের শেষ ভাগে পড়া উত্তম।

রাকাত: ন্যূনতম ২ রাকাত, সর্বাধিক ৮ বা ১২ রাকাত পর্যন্ত পড়া যায়।

ফজিলত: রাসূল ﷺ বলেছেন—

> “ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে উত্তম নামাজ হলো রাতের নামাজ।”
(মুসলিম: ১১৬৩)

---

২. সালাতুত তওবা (তাওবার নামাজ)

পদ্ধতি: গুনাহ করার পর সুন্দরভাবে ওযু করে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হয়।

ফজিলত: রাসূল ﷺ বলেছেন—

> “যে বান্দা গুনাহ করে, তারপর দুই রাকাত নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন।”
(আবু দাউদ: ১৫২১)

মুমিন বান্দার কোন ভুল বা পাপ কাজ সংঘটিত হয়ে গেলে সে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। তখন সে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বিশেষভাবে যে নফল ছালাত আদায় করে, তাকে ‘ছালাতুত তাওবাহ’ বলা হয়।[53] আবুবকর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّى ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللهَ إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ، ‘কোন লোক যদি গুনাহ করে। অতঃপর উঠে দাঁড়ায় ও পবিত্রতা অর্জন করে এবং দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে। অতঃপর আল্লাহর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন’।[54] তওবার জন্য নিম্নের দো‘আটি বিশেষভাবে সিজদায় ও শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্বে পাঠ করতে হবে।- أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِيْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ *‘আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে’* ‘আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি সেই আল্লাহর নিকটে যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্ব চরাচরের ধারক এবং তাঁর দিকেই আমি ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি’।[

---

৩. সালাতুল হাজত (প্রয়োজনের নামাজ)

পদ্ধতি: যখন কোনো বিশেষ প্রয়োজন বা সমস্যা দেখা দেয়, তখন ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হয়।

ফজিলত: রাসূল ﷺ বলেছেন—

> “যার কোনো প্রয়োজন আছে, সে সুন্দরভাবে ওযু করে দুই রাকাত নামাজ পড়বে, তারপর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে—আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন।”
(তিরমিজি: ৪৭৯)

আল্লাহ বলেন, يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اسْتَعِيْنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ، ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ধৈর্য ও ছালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে থাকেন’ *(বাক্বারাহ ২/১৫৩)*। তাই বিশেষ কোন বৈধ চাহিদা পূরণের জন্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে যে দু’রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করা হয়, তাকে ‘ছালাতুল হাজত’ বলা হয়।[49] এজন্য শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে আশু প্রয়োজনীয় বিষয়টির কথা নিয়তের মধ্যে এনে নিম্নোক্ত সারগর্ভ দো‘আটি পাঠ করতে

হবে। اَللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار- *(আল্লা-হুম্মা রববানা আ-তিনা ফিদ্দুন্ইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খেরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা আযা-বান্না-র)*। ‘হে আল্লাহ! হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি আমাদেরকে দুনিয়াতে মঙ্গল দিন ও আখেরাতে মঙ্গল দিন এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হ’তে রক্ষা করুন’। হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অধিকাংশ সময় এ দো‘আটিই পড়তেন’।[50] দো‘আটি সিজদায় পড়লে বলতে হবে, اَللَّهُمَّ آتِنَا... *আল্লা-হুম্মা আ-তিনা...*। কেননা রুকূ-সিজদায় কুরআনী দো‘আ পড়া চলে না।[51] এ বিষয়ে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী সারা’র ঘটনা স্মরণ করা যেতে পারে। যিনি বিপদে পড়ে ছালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দো‘আ করলে আল্লাহ তাকে বিপদমুক্ত করেন।[52] তাই আমরাও যেকোন বিপদে নফল ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট দো‘আ করতে পারি। তাহ’লে আল্লাহ তা‘আলা আমাদের বিপদমুক্ত করবেন ইনশাআল্লাহ।

---

৪. সালাতুশ শুকর (শোকরিয়া নামাজ)

পদ্ধতি: আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের একটি নফল নামাজ, যা কোনো ভালো খবর, বিপদ থেকে মুক্তি বা আশা পূরণ হওয়ার পর আদায় করা হয়। এই নামাজটি দুই রাকাতের, এবং এটি অন্যান্য নফল নামাজের মতোই পড়া যায়। এর বিকল্প হিসেবে শুধুমাত্র একবার সেজদা দিয়েও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা যায়, যাকে সেজদায়ে শুকরিয়া বলা হয়।
কোনো বড় নেয়ামত পেলে, বিপদ থেকে মুক্তি পেলে বা খুশির সংবাদ পেলে ২ রাকাত নফল পড়া যায়।

ফজিলত: রাসূল ﷺ যখন কোনো সুসংবাদ পেতেন, তিনি সাথে সাথে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় সেজদা করতেন। (আবু দাউদ: ২৭৭৪)

কীভাবে আদায় করবেন

- শুকরিয়ার নামাজ আদায়ের জন্য পাক-পবিত্র হয়ে দুই রাকাত নফল নামাজ পড়তে হবে।

- নামাজ শেষে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দোয়া ও মোনাজাত করতে পারেন।
- এই নামাজ আদায়ের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই, যেকোনো সময় আদায় করা যায়।
- এছাড়াও, শুধু একটি সেজদা দিয়েও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা যায়, যাকে সেজদায়ে শোকর বলে।

কখন আদায় করবেন

- কোনো ভালো সংবাদ বা বিজয়ের খবর পেলে।
- অসুস্থতা থেকে মুক্তি পেলে।
- কোনো বিপদ কেটে গেলে।
- মনের কোনো আশা পূরণ হলে।

---

৫. সালাতুল ইশরাক (সূর্যোদয়ের নামাজ)

সময়: ফজরের পর সূর্য ওঠার প্রায় ১৫ মিনিট পর।

রাকাত: অন্তত ২ রাকাত, বেশি পড়া যায়।

ফজিলত: রাসূল ﷺ বলেছেন—

> “যে ব্যক্তি ফজরের নামাজ জামাতে পড়ে, তারপর আল্লাহর যিকিরে ব্যস্ত থাকে সূর্য ওঠা পর্যন্ত, এবং দুই রাকাত ইশরাক নামাজ পড়ে—তার জন্য পূর্ণ হজ ও উমরার সওয়াব দেওয়া হয়।”
(তিরমিজি: ৫৮৬)

জীবনের গুনাহ মাফের অন্যতম বড় মাধ্যম হজ্জ ও ওমরাহ। তবে মক্কায় গিয়ে হজ্জ ও ওমরাহ করার সামর্থ্য সবার হয় না। কোন বান্দা যদি খালেছ নিয়তে ২ রাক‘আত ছালাতুল ইশরাক আদায় করে তাহ’লে সে একটি পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সমপরিমাণ ছওয়াব পেয়ে

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِى جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَة ‘যে ব্যক্তি ফজরের ছালাত জামা‘আতে পড়ে, অতঃপর সূর্য ওঠা পর্যন্ত আল্লাহর যিকরে বসে থাকে, অতঃপর দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য পূর্ণ একটি হজ্জ ও ওমরার নেকী রয়েছে’।[28]

আবু যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘আদম সন্তানের শরীরের প্রতিটি অস্থি প্রতিদিন নিজের উপর ছাদাক্বা ওয়াজিব করে। কারোর সাক্ষাতে তাকে সালাম দেয়া একটি ছাদাক্বা। সৎ কাজের আদেশ দেওয়া একটি ছাদাক্বা, অন্যায় থেকে নিষেধ করা একটি ছাদাক্বা। রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা একটি ছাদাক্বা। নিজ স্ত্রীর সাথে সংগত হওয়াও একটি ছাদাক্বা। তবে চাশতের ২ রাক‘আত ছালাত এসব কিছুর পরিপূরক হয়ে যাবে’।[29]

بريدة (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, فِى الإِنْسَانِ ثَلاَثُمِائَةٍ وَسِتُّونَ مَفْصِلاً فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهُ بِصَدَقَةٍ. قَالُوا وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا نَبِىَّ اللهِ قَالَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ تَدْفِنُهَا وَالشَّىْءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَرَكْعَتَا الضُّحَى تُجْزِئُكَ ‘মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া রয়েছে। অতএব মানুষের কর্তব্য হ’ল প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটি করে ছাদাক্বা করা। ছাহাবীগণ বললেন, কার শক্তি আছে এই কাজ করার, হে আল্লাহর নবী (ছাঃ)? তিনি বললেন, মসজিদে লেগে থাকা থুথু মুছে ফেলাও একটি ছাদাক্বা। পথ থেকে কোন কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে দেয়াও একটি ছাদাক্বা। কিন্তু (তিনশ’ ষাট জোড়ার ছাদাক্বাহ দেবার মতো) কোন কিছু না পেলে তোমরা যোহার দু’রাক‘আত ছালাত আদায় কর। এটিই তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে’।[30]

---

৬. সালাতুদ দুহা / চাশত নামাজ

সময়: সূর্য ভালোভাবে উঠার পর থেকে যোহরের আগে পর্যন্ত।

রাকাত: ২ রাকাত থেকে ১২ রাকাত পর্যন্ত।

ফজিলত: রাসূল ﷺ বলেছেন—

> “তোমাদের শরীরের প্রতিটি অঙ্গের উপর প্রতিদিন সদকা দেওয়া ওয়াজিব। আর দুহা নামাজ পড়াই সেই সদকার বিকল্প।”
(মুসলিম: ৭২০)

৭.তাহিয়্যাতুল অজু:

ছালাতের জন্য পবিত্রতা অর্জনের অন্যতম মাধ্যম হ’ল ওযূ করা। আর প্রত্যেক ওযূর পর দু’রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করা মুস্তাহাব, যাকে তাহিইয়াতুল ওযূ বলা হয়।[39]
জান্নাত পাওয়ার অন্যতম সহজ মাধ্যম হ’ল তাহিইয়াতুল ওযূর দুই রাক‘আত নফল ছালাত। ওক্ববা বিন আমের (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন
مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضُوْءَهُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ مُقْبِلٌ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة ،ُ
‘যে কোন মুসলিম যখনই সুন্দরভাবে ওযূ করে দাঁড়িয়ে একাগ্রতার সাথে দুই রাক‘আত ছালাত আদায় করে, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়’।[40]
ফযীলতপূর্ণ এই নফল ছালাত নিয়মিত আদায়ের কারণেই জান্নাতে বেলাল (রাঃ)-এর পদধ্বনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুনতে পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বেলাল (রাঃ)-কে বললেন,
يَا بِلاَلُ، حَدِّثْنِيْ بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ فِيْ الإِسْلاَمِ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ في الجَنَّةِ، قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلاً أَرْجَى عِنْدِيْ مِنْ أَنِّيْ لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُوْرًا فِيْ سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلاَّ صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُوْرِ مَا كُتِبَ لِيْ أَنْ أُصَلِّي،َ
‘হে বেলাল! বল দেখি তুমি মুসলমান হওয়ার পর এমন কি আমল কর, যার নেকীর আশা তুমি অধিক পরিমাণে কর? কেননা আমি জান্নাতে তোমার জুতার শব্দ আমার সম্মুখে শুনতে পাচ্ছি। তখন বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি এছাড়া কোন আমল করি না, যা আমার নিকট অধিক নেকীর কারণ হ’তে পারে। আমি রাতে বা দিনে যখনই ওযূ করি তখনই সে ওযূ দ্বারা (দু’রাক‘আত) ছালাত আদায় করি, যা আদায় করার তাওফীক আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন’।[41]
অন্য বর্ণনায় এসেছে, বুরায়দা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) সকালে উঠে বেলাল (রাঃ)-কে ডেকে বললেন, ‘হে বেলাল! কি কাজের বিনিময়ে তুমি আমার পূর্বে জান্নাতে পৌঁছলে? আমি যখনই জান্নাতে প্রবেশ করি, তখনই আমার সম্মুখে তোমার জুতার শব্দ শুনতে পাই। বেলাল (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি যখনই আযান দিয়েছি তখনই দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করেছি। আর যখনই আমার ওযূ ভেঙ্গেছে তখনই আমি ওযূ করেছি এবং মনে করেছি আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমাকে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, এই দুই কাজের বিনিময়েই তুমি জান্নাতে আমার সম্মুখে চলে গেছে’।[42]

৮. সালাতুত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ (মসজিদে প্রবেশের নামাজ)

পদ্ধতি: মসজিদে প্রবেশ করলে বসার আগে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়া সুন্নত।

হাদিস: রাসূল ﷺ বলেছেন—

> "তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, বসার আগে দুই রাকাত নামাজ পড়বে।" (বুখারি: ৪৪৪, মুসলিম: ৭১৪)

মসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বে দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করতে হয়, যাকে 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' বলে। আবূ ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. وفي رواية فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ.

'তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করার পূর্বে বসবে না'। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, 'সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[43]

এমনকি ইমামের জুম'আর খুৎবারত অবস্থায় কেউ মসজিদে প্রবেশ করলেও সে 'তাহিইয়াতুল মাসজিদ' দু'রাক'আত ছালাত আদায় না করে বসবে না। বরং সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করেই বসবে। জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা দেওয়ার সময় বলেছেন,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا '

তোমাদের কেউ জুম'আর দিন ইমামের খুৎবা চলাকালে মসজিদে উপস্থিত হ'লে সে যেন সংক্ষেপে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়'।[44]

---

৯. সালাতুল ইস্তিখারা (পরামর্শ/সিদ্ধান্তের নামাজ)

পদ্ধতি: কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ২ রাকাত নফল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে খায়ের দোয়া করতে হয়।

হাদিস: রাসূল ﷺ সাহাবাদের ইস্তিখারা শেখাতেন ঠিক যেমন কুরআনের সূরা শেখাতেন। (বুখারি: ১১৬২)

আল্লাহর নিকট থেকে কল্যাণ ইঙ্গিত প্রার্থনার জন্য যে নফল ছালাত আদায় করা হয়, তাকে ‘ছালাতুল ইস্তেখা-রাহ’ বলা হয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় কোন্ শুভ কাজটি করা মঙ্গলজনক হবে, সে বিষয়ে আল্লাহর নিকট থেকে ইঙ্গিত পাওয়ার জন্য বিশেষভাবে এই ছালাত আদায় করা হয়। কোন দিকে ঝোঁক না রেখে সম্পূর্ণ নিরাবেগ ও খোলা মনে ইস্তেখা-রার ছালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর যেদিকে মন টানবে, সেভাবেই কাজ করতে হবে। এজন্য ফরয ছালাত ব্যতীত ইস্তেখারার নিয়ত সহ দু’রাক‘আত নফল ছালাত দিনে বা রাতে যেকোন সময়ে পড়া যায়।[58] জাবের (রাঃ) বলেন

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ فِى الأُمُورِ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ،

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে সকল কাজে ‘ইস্তেখা-রাহ’ শিক্ষা দিতেন, যেভাবে তিনি আমাদেরকে কুরআনের সূরা শিক্ষা দিতেন। তিনি বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন কাজের সংকল্প করবে, তখন ফরয ব্যতীত দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করবে। অতঃপর (দো‘আয়) বলবে,

اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيْمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوْبِ، اَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاقْدِرْهُ لِيْ وَيَسِّرْهُ لِيْ ثُمَّ بَارِكْ لِيْ فِيْهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّيْ فِيْ دِيْنِيْ وَمَعَاشِيْ وَعَاقِبَةِ أَمْرِيْ فَاصْرِفْهُ عَنِّيْ وَاصْرِفْنِيْ عَنْهُ وَاقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِيْ بِهِ، قَالَ: (وَيُسَمِّي حَاجَتَه)

‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তোমার জ্ঞানের সাহায্যে কল্যাণের বিষয়টি প্রার্থনা করছি এবং তোমার শক্তির মাধ্যমে (সেটা অর্জন করার) শক্তি প্রার্থনা করছি। আমি তোমার মহান অনুগ্রহ ভিক্ষা চাইছি। কেননা তুমিই ক্ষমতা রাখ। আমি ক্ষমতা রাখি না। তুমিই জান, আমি জানি না। তুমিই যে অদৃশ্য বিষয় সমূহের মহাজ্ঞানী। হে আল্লাহ! যদি তুমি জান যে, এ কাজটি আমার জন্য উত্তম হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ’লে ওটা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও এবং সহজ করে দাও। অতঃপর ওতে আমার জন্য বরকত দান কর। আর যদি তুমি জান যে, এ কাজটি আমার জন্য মন্দ হবে আমার দ্বীনের জন্য, আমার জীবিকার জন্য ও আমার পরিণাম ফলের জন্য, তাহ’লে এটা আমার থেকে ফিরিয়ে নাও এবং আমাকেও ওটা থেকে ফিরিয়ে রাখ। অতঃপর আমার জন্য মঙ্গল নির্ধারণ কর, যেখানে তা আছে এবং আমাকে তা দ্বারা সন্তুষ্ট

কর’। এখানে *হা-যাল আম্রা* (এই কাজ) বলার সময় কাজের নাম উল্লেখ করা যায় বলে রাবী বর্ণনা করেন। যা উপরোক্ত হাদীছের শেষে বর্ণিত হয়েছে’।[59]
উক্ত দো‘আটি ছালাতের শেষ বৈঠকে করা ভালো। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাতের মধ্যেই বিশেষ করে সিজদায় এবং শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বিশেষ দো‘আ সমূহ করতেন।[60] সে হিসাবে ইস্তেখা-রার দো‘আটিও শেষ বৈঠকে বসে ধীরে-সুস্থে করা বাঞ্ছনীয়। আর যদি সালাম ফিরানোর পরে উক্ত দো‘আ করেন, তাহ’লে বেশী দেরী না করে এবং অহেতুক কোন কথা না বলে সত্বর দু’হাত উঠিয়ে দো‘আ করবেন এবং শুরুতে হাম্দ ও দরূদ পাঠ করবেন। যেমন *আল-হামদুলিল্লাহি রবিবল ‘আ-লামীন, ওয়াছছালাতু ওয়াসসালামু ‘আলা রাসূলিল্লাহিল কারীম,* অতঃপর দো‘আ পাঠ করবেন।[61]

---

১০. সালাতুল আওয়াবীন (মাগরিবের পর নফল)

সময়: মাগরিবের ফরজ ও সুন্নত শেষে ৬ রাকাত নফল নামাজ।

ফজিলত: রাসূল ﷺ বলেছেন—

> “যে ব্যক্তি মাগরিবের পর ছয় রাকাত নামাজ পড়বে, তার জন্য বারো বছরের ইবাদতের সওয়াব লেখা হবে।”
(তিরমিজি: ৪৩৫)

১১:-আযান ও ইক্বামতের মাঝে ছালাত : প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মাঝে দু’রাক‘আত নফল ছালাত রয়েছে। আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেন

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، ثُمَّ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ،

‘প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে ছালাত রয়েছে। প্রত্যেক আযান ও ইক্বামতের মধ্যবর্তী সময়ে ছালাত রয়েছে। তৃতীয়বারে তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে’।[45] আলী (রাঃ) বলেন,

كان رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ،

‘রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আছরের (ফরয ছালাতের) পূর্বে চার রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন’।[46] অন্যত্র এসেছে,كَانَ يُصَلِّى قَبْلَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ ‘তিনি আছরের (ফরয ছালাতের) পূর্বে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন’।[47]

জুম‘আর দিন মসজিদে প্রবেশ করে তাহিইয়াতুল মাসজিদ ছালাত আদায়ের পর ইমাম খুৎবার জন্য মিম্বরে ওঠার পূর্ব পর্যন্ত সাধ্যমত নফল ছালাত আদায় করা যায়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন

مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّىَ مَعَهُ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ

‘যে ব্যক্তি গোসল করে জুম‘আর ছালাতে আসল, অতঃপর সাধ্যমত (নফল) ছালাত আদায় করল, অতঃপর ইমামের খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত নীরব থাকল, তারপর ইমামের সাথে (জুম‘আর) ছালাত আদায় করল, এতে তার দু’জুম‘আর মধ্যকার দিনসমূহের এবং আরো তিন দিনের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়’।[48]

১২.ছালাতুয যাওয়াল : ছালাতুয যাওয়াল বা সূর্য ঢলে পড়ার ছালাত মূলতঃ ৪ রাক‘আত বিশিষ্ট নফল ছালাত। আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রাঃ) বলেন, ‘রাসূলুল্ল-াহ (ছাঃ) সূর্য ঢলার পর হ’তে যোহরের পূর্ব পর্যন্ত ৪ রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন এবং বলতেন

إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ

‘এ সময় আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। আমার একান্ত ইচ্ছা, এ সময় আমার কোন সৎকর্ম আল্ল-াহর দরবারে পৌঁছাক’।[62] অন্য হাদীছে আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) সূর্য ঢলে পড়লে ৪ রাক‘আত ছালাত আদায় করতেন। আমি বললাম, হে আল্ল-াহর রাসূল (ছাঃ)! আপনি সূর্য হেলে গেলে (গুরুত্বের সঙ্গে) ৪ রাক‘আত ছালাত আদায় করেন কেন? রাসূলুল্ল-াহ (ছাঃ) বললেন, সূর্য ঢলার পর আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং যোহর পর্যন্ত তা খোলা থাকে। আমি চাই এ সময় আমার কোন ভাল কাজ আকাশে পৌঁছাক। আমি বললাম, এর প্রতি রাক‘আতেই কি ক্বিরাআত পড়তে হয়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, ২ রাক‘আতের পর সালাম ফিরাতে হয় কি? তিনি বললেন, না’।[63] একদল বিদ্বানের মতে এই ছালাত ছিল যোহরের পূর্বের ৪ রাক‘আত সুন্নাত ছালাত।[64] তবে ইবনুল ক্বাইয়িম, ইরাক্বী ও মুবারকপুরী সহ কতিপয় বিদ্বানের মতে এটি স্বতন্ত্র ছালাত, যাকে ‘ছালাতুয যাওয়াল’ বা সূর্য ঢলে পড়ার ছালাত বলা হয়। এটি যোহরের ছালাতের পূর্বের চার রাক‘আত সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ নয়।[65] অতএব আকাশের দরজা খুলে দেওয়ার এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহর নিকট দো‘আ কবুলের আশায় নফল ছালাত হিসাবে এটি আদায় করা যায়।

১৩.সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের ছালাত : আমরা দৈনন্দিন জীবনে দেশে বা দেশের বাইরে অনেক সময় সফর করে থাকি। ব্যক্তিগত সফর, সাংগঠনিক সফর, হজ্জ সফর ইত্যাদি। সফর সুখের জায়গা নয়, বরং নানাবিধ ঝামেলা ও কষ্টের জায়গা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، ‘সফর আযাবের অংশ’।[56] সফর থেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসা আল্লাহর বিশেষ রহমতের বহিঃপ্রকাশ। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফর থেকে ফিরে সাধারণতঃ প্রথমে মসজিদে দু’রাক‘আত নফল ছালাত আদায় করে তারপর বাড়ীতে প্রবেশ করতেন।[57]

—

উপসংহার :ফরয ইবাদত ছাড়াও আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য কিছু নফল ইবাদতের সুযোগ রেখেছেন। নফল ইবাদতের মধ্যে ছালাত আল্লাহর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রিয় আমল। দিন-রাতের নফল ছালাত মুমিন জীবনের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি এবং উন্নত মর্যাদা লাভের মাধ্যম। নফল ছালাতের মাধ্যমে বানদা আল্লাহর অধিকতর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করে। জান্নাত পিয়াসী মুমিন বান্দাগণ অত্যন্ত যত্নসহকারে নফল ছালাত সমূহ আদায় করেন। তাই আসুন! আমরা সত্যিকারের আল্লাহ ওয়ালা বান্দা হওয়ার লক্ষ্যে অধিক হারে নফল ছালাত সমূহ আদায়ের চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন-আমীন!

ষষ্ঠ অধ্যায় : নফল নামাজের সামাজিক ও পারিবারিক প্রভাব

নফল নামাজ শুধু আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য নয়, এটি মানুষ এবং সমাজের জীবনে অনেক ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এখানে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করছি।

নফল নামাজের ব্যক্তিগত প্রভাব হলো ঈমান ও আত্মিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি, অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা। এটি ব্যক্তিগত ইবাদত হওয়ায় এটি ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন করে এবং ফরজ নামাজের ত্রুটি পূরণেও সাহায্য করে। নফল নামাজ কেবল একটি ঐচ্ছিক ইবাদত নয়, বরং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

নফল নামাজের ব্যক্তিগত প্রভাব:

- **ঈমান ও আধ্যাত্মিক দৃঢ়তা বৃদ্ধি:** নফল নামাজ নিয়মিত আদায়ের মাধ্যমে ঈমান আরও মজবুত হয় এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়।
- **অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা:** নফল নামাজ আন্তরিকতাকে পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করে, যা একজন ব্যক্তিকে ভালো কাজে উৎসাহিত করে।
- **আল্লাহর নৈকট্য লাভ:** নফল নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এবং তাঁর নৈকট্য লাভের একটি অন্যতম মাধ্যম।
- **ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণ:** নফল নামাজ ফরজ নামাজের ত্রুটি পূরণের একটি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করে। যদি ফরজ নামাজে কোনো ঘাটতি থাকে, তাহলে নফল নামাজ তা পূরণ করতে সাহায্য করে।
- **ব্যক্তিগত ইবাদতের মান বৃদ্ধি:** নফল নামাজকে ব্যক্তিগত ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এটি নিজের ঘরে আদায় করার মাধ্যমে ইবাদতের মান বৃদ্ধি পায়।
- **আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ:** নফল নামাজ আদায়ের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর প্রতি তার ভালোবাসা এবং আনুগত্য প্রকাশ করে।
- **আখিরাতে সফলতা লাভ:** নফল নামাজ আখিরাতের জীবনের জন্য প্রস্তুতি নিতে এবং সফলতা অর্জনে সাহায্য করে।

১. ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব

1. মন ও আত্মার শান্তি:

নফল নামাজে কিয়াম, খুশু ও খুজুর মাধ্যমে ব্যক্তি মানসিক শান্তি এবং ধৈর্য অর্জন করে।

হাদিসে এসেছে—রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "যে ব্যক্তি রাতে নফল নামাজ পড়ে, আল্লাহ তার জন্য দিনের ক্লান্তি দূর করেন।"

2. গুনাহ থেকে সুরক্ষা:
নিয়মিত নফল নামাজ পড়া বান্দাকে পাপ থেকে রক্ষা করে।

3. আল্লাহর নৈকট্য ও দুঃখ হরণ:
নফল নামাজ বান্দাকে আল্লাহর কাছে নিকটবর্তী করে এবং জীবনের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে শক্তি যোগায়।

---

২. পারিবারিক জীবনে প্রভাব

নফল নামাজ পারিবারিক জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, কারণ এটি ঘরের পরিবেশকে আলোকিত ও বরকতময় করে তোলে এবং পরিবারের সদস্যদের ইবাদতে উৎসাহিত করে। নফল নামাজ ঘরে পড়ার মাধ্যমে ইখলাস বৃদ্ধি পায় এবং লোকদেখানো বা রিয়া থেকে দূরে থাকা যায়, যা পারিবারিক শান্তি ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সহায়ক।
পারিবারিক প্রভাব:

- **শান্তি ও বরকত বৃদ্ধি:** ঘরে নফল নামাজ পড়ার ফলে সেই স্থানটি আল্লাহর নুর ও বরকতে ভরে ওঠে, যা পুরো পরিবারের জন্য শান্তি বয়ে আনে।
- **ইবাদতে উৎসাহ:** পরিবারের সদস্যরা যখন একজন সদস্যকে নফল নামাজ আদায় করতে দেখে, তখন তারাও এতে আগ্রহী হয় এবং নিজেদের ইবাদত বাড়াতে উৎসাহিত হয়।
- **আধ্যাত্মিক উন্নতি:** নফল নামাজ ঘরে পড়ার মাধ্যমে ইখলাস (আন্তরিকতা) বাড়ে এবং লোকদেখানো বা রিয়া থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, যা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আধ্যাত্মিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- **পরিবারের সদস্যদের কাছে গুরুত্ব:** নফল নামাজের গুরুত্ব ও পদ্ধতি পরিবারের সদস্যদের কাছে আরও ভালোভাবে প্রকাশিত হয়, যা তাদের মধ্যে ধর্মীয় সচেতনতা বাড়াতে সাহায্য করে।

1. ধার্মিক পরিবেশ সৃষ্টি:
যখন একজন ব্যক্তি নিয়মিত নফল নামাজ পড়েন, তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা অনুপ্রাণিত হন।

2. সংযম ও উত্তম আচরণ:
নফল নামাজ মেনে চলা ব্যক্তি ধৈর্যশীল, সৌম্য এবং উদার হয়।

3. সদকা ও দানপ্রবণতা বৃদ্ধি:
নফল ইবাদতের মাধ্যমে হৃদয় নরম হয় এবং পরিবারের মধ্যে দয়া ও সাহায্যের মনোভাব বৃদ্ধি পায়।

৩.সামাজিক প্রভাব

নফল নামাজের সরাসরি সামাজিক প্রভাব কম হলেও, এটি **ব্যক্তিগতভাবে শক্তিশালী করে এবং সেই প্রভাব সমাজের উপর ইতিবাচকভাবে পড়ে**। নফল নামাজ মানুষকে দায়িত্বপরায়ণ, সংযমী ও নৈতিকভাবে শক্তিশালী করে তোলে, যা শেষ পর্যন্ত সামাজিক শৃঙ্খলা উন্নত করে। এছাড়া, নফল ইবাদত যেমন -- **সামাজিক সম্প্রীতি, ঐক্য এবং পরোপকার** বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখে।
সামাজিক প্রভাবের কিছু দিক:

- **সামাজিক শৃঙ্খলা:** নফল নামাজ সময়ানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার শিক্ষা দেয়, যা ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্ববোধ তৈরি করে এবং সমাজকে আরও সুশৃঙ্খল করে তোলে।
- **নৈতিক উন্নয়ন:** নফল নামাজ ব্যক্তিকে অন্যায়, অশ্লীলতা ও সকল প্রকার মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকতে সাহায্য করে, যা একটি উন্নত নৈতিক সমাজ গঠনে সহায়ক।

- **সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সম্পর্ক:** নফল নামাজ একজন ব্যক্তিকে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে এক গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করে, যা তাকে দুনিয়ার অন্যান্য ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্তি দেয়।
- **সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতি:** মসজিদগুলোতে নফল ও ফরজ নামাজ আদায়ের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের মানুষ একত্রিত হয়, যা সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্য বৃদ্ধি করে।
- **পরোপকার ও দাতব্য:** অনেক নফল ইবাদত (যেমন: সদকা) পরোপকার ও দাতব্য কাজের মাধ্যমে সমাজের দুর্বল ও অসহায়দের পাশে দাঁড়াতে উৎসাহিত করে।

নফল নামাজের মাধ্যমে সামাজিক প্রভাবের ওপর কিছু মন্তব্য:

- "নফল নামাজ সময়ানুবর্তিতার শিক্ষা দিয়ে, দায়িত্বপরায়ণতার দীক্ষা দিয়ে, পবিত্র অনুভব ও আবেগের এমন এক স্বর্ণালি শৃঙ্খল রচনা করে, যা আপাতদৃষ্টিতে মানুষকে কেবল শৃঙ্খলিতই করে না; উপরন্তু তা সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পবিত্র দাসত্বের বন্ধনের মাধ্যমে অপরাপর সব বন্দিত্ব থেকেও মুক্তি দেয়। সালাতের প্রতিষ্ঠা দীন ও অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা।"
- "নামাজ ইসলামের মূল রুকন বা স্তম্ভ। ঈমানের পরেই নামাজের স্থান। মানুষের জন্য নামাজ ফরজ ইবাদাত হলেও সমাজ জীবনে রয়েছে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব ও উপকারিতা। যা তুলে ধরা হলো- অশ্লীলতা ও অন্যায় দূরকারী নামাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে অশ্লীল ও অন্যায় বিদুরিত হয়ে সামাজিক শৃঙ্খলার উন্নতি হয়।"

এইভাবে, নফল নামাজ যদিও সরাসরি সামাজিক নয়, এটি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার যা ব্যক্তিগতভাবে মানুষকে উন্নত করে এবং সেই উন্নত ব্যক্তিরা একত্রিত হয়ে একটি উন্নত ও সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে তোলে।

৩. সামাজিক জীবনে প্রভাব

1. নৈতিকতা ও আদর্শ উদাহরণ:
নফল নামাজ পালনকারী ব্যক্তি সমাজে সদাচরণ ও নৈতিকতার উদাহরণ স্থাপন করে।

2. সামাজিক শান্তি ও সহমর্মিতা:
ধৈর্যশীল ও খুশুমনের ব্যক্তি অন্যের প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শন করে, যা সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করে।

3. সম্প্রীতি ও ভালোবাসা বৃদ্ধি:
নফল নামাজের মাধ্যমে অর্জিত আত্মশুদ্ধি পরিবার, প্রতিবেশী ও সমাজের সাথে সম্পর্ককে উন্নত করে।

উপসংহার

নফল নামাজ শুধু ব্যক্তিগত ইবাদত নয়, এটি একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক শিক্ষার মাধ্যম। এটি ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজকে ধনাত্মকভাবে প্রভাবিত করে, শান্তি, সৌজন্য ও নৈতিক মান বৃদ্ধি করে।

সপ্তম অধ্যায় : নফল নামাজের ফজিলত ও সওয়াব

নফল নামাজ হলো বান্দার জন্য আল্লাহর কাছে নৈকট্য অর্জনের এক অমূল্য হাতিয়ার। ফরজ নামাজের সঙ্গে এটিকে মিলিয়ে করলে বান্দার ইবাদত পূর্ণতা পায়। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো—

---

১. নফল নামাজ আল্লাহর প্রিয় ইবাদত

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদিসে বলেছেন:

> “আমার বান্দা নফল আমল দ্বারা আমার কাছে আসে, যতক্ষণ না আমি তাকে ভালোবাসি।” (সহিহ বুখারি: ৬৫০২)

অর্থ: নফল নামাজের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহর কাছে নিকটবর্তী হয় এবং আল্লাহর বিশেষ ভালোবাসা অর্জন করে।
মানুষ যেসব আমলের মাধ্যমে আল্লাহর ভালোবাসা ও নৈকট্য লাভে ধন্য হয় তন্মধ্যে নফল ছালাত অন্যতম। এ ছালাতের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর প্রিয় বান্দাগণের অন্তর্ভুক্ত হ’তে পারে।
إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّه ،ُ
আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,
‘আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার কোন প্রিয় বান্দার সাথে দুশমনী করল, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম। আমি যেসব বিষয় ফরয করেছি, তার মাধ্যমে আমার নৈকট্য অনুসন্ধানের চাইতে প্রিয়তর আমার নিকটে আর কিছু নেই। বান্দা বিভিন্ন নফল ইবাদতের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য হাছিল করে, এমনকি আমি তাকে ভালোবাসি। অতঃপর যখন আমি তাকে ভালোবাসি, তখন আমিই তার কান হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শ্রবণ করে। চোখ হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দর্শন করে। হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে ধারণ করে। পা হয়ে যাই, যার সাহায্যে সে চলাফেরা করে। যদি সে আমার নিকটে কোন কিছু প্রার্থনা করে, আমি তাকে তা দান করে থাকি। যদি সে আশ্রয় ভিক্ষা করে, আমি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকি’...

২. ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণ

রাসূল ﷺ বলেন:

> “যদি বান্দার ফরজ নামাজে ঘাটতি থাকে, তাহলে আল্লাহ তার নফল নামাজের মাধ্যমে ঘাটতি পূরণ করেন।”
(আবু দাউদ: ৮৬৪)

অর্থ: নফল নামাজ ফরজের ঘাটতি পূরণের এক মহান উপায়।

আল্লাহ তা‘আলার একান্ত সান্নিধ্য লাভের জন্য ফরয ইবাদত যেমন যরূরী, তেমনি ফরয ইবাদতের ঘাটতি পূরণ করার জন্য নফল ইবাদত যরূরী। আমাদের অনেকের বিভিন্ন সময়ে ফরয ছালাতে ঘাটতি হয়ে যায়। এক্ষেত্রে হাশরের ময়দানে ফরয ছালাতের ঘাটতি পূরণ হবে নফল ছালাত দ্বারা। যেমন আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَىْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِى مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ، ‘ক্বিয়ামতের দিন বান্দার সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে তার ছালাতের। যদি তার ছালাতের হিসাব সঠিক হয় তাহ’লে সে সফলকাম হবে ও নাজাত পাবে। আর যদি ছালাত বিনষ্ট হয়ে যায় তাহ’লে সে বিফল ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি ফরয ছালাতে কিছু কমতি হয়, তাহ’লে প্রতিপালক আল্লাহ বলবেন, দেখ আমার বান্দার কোন নফল ইবাদত আছে কি-না? তখন নফল দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ করা হবে। অতঃপর তার অন্যান্য সকল আমল সম্পর্কেও অনুরূপ করা হবে’ (যেমন ছালাত, ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ ইত্যাদিতে)।[9]
শায়খ ওছায়মীন (রহঃ) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলার অশেষ দয়া, নে‘মত ও অনুগ্রহের অন্যতম হ’ল, তিনি আমাদের জন্য প্রত্যেক ওয়াক্তে ফরয ছালাতের আগে ও পরে নফল ছালাতের বিধান দিয়েছেন, শুধু নিষিদ্ধ ওয়াক্ত ব্যতীত। যাতে মুসলমান বান্দা তার ফরয ছালাতের ঘাটতি নফল ছালাত দ্বারা পূর্ণ করতে পারে’।[10]

---

৩. আখিরাতের জন্য সওয়াব

1. প্রতিটি নফল রাকাতের জন্য আল্লাহ অসীম সওয়াব দান করেন।

2. রাতের নফল নামাজ (তাহাজ্জুদ) পড়ার জন্য বিশেষ মর্যাদা ও প্রশংসা রয়েছে।

3. ইশরাক ও দুহা নামাজের মাধ্যমে পূর্ণ হজ ও উমরার সওয়াব পাওয়া যায়।

---

৪. পাপ মোচনের মাধ্যম

নফল নামাজ নিয়মিত পড়া বান্দার ছোট-বড় পাপ আল্লাহর দয়ায় মাফ হয়।

---

৫. আধ্যাত্মিক উন্নতি ও খুশু

1. নফল নামাজ বান্দাকে আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত রাখে।

2. আত্মশুদ্ধি, মনোসংযম ও ধৈর্য বৃদ্ধি পায়।

3. হৃদয় এবং মন শান্ত থাকে।

---

৬. নফল নামাজের প্রতিদান

1. আল্লাহ বান্দার নেক আমলকে গুনাহ থেকে উত্তম স্থানে উন্নীত করেন।

2. বান্দার জন্য দুনিয়ার এবং আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

3. নফল নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও রাহমতের সাগর অর্জন করা যায়।

৭.মর্যাদা উন্নতকরণ : নফল ছালাত মুছল্লীর মর্যাদা উন্নত করে এবং তার পাপ মোচন করে তাকে আল্লাহর খাঁটি বান্দায় পরিণত করে। জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভের যত মাধ্যম রয়েছে তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হ'ল নফল ছালাত। মা'দান ইবনু ত্বালহা (রহঃ) বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুক্তদাস ছাওবান (রাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, أَخْبِرْنِى بِعَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدْخِلُنِى اللهُ بِهِ الْجَنَّةَ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَسَكَتَ ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ لِلَّهِ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيئَةً، 'আমাকে এমন একটি কাজের সন্ধান দিন, যে কাজ আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে? তিনি চুপ থাকলেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম। তিনি চুপ থাকলেন। আমি তৃতীয়বার তাকে একই প্রশ্ন করলাম। তিনি উত্তরে বললেন, আমি নিজেও এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, তোমার উচিত আল্লাহকে বেশী বেশী সিজদা করা। কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্যে প্রতিটি সিজদার মাধ্যমে আল্লাহ তোমার সম্মানের স্তর একটি করে বৃদ্ধি করবেন ও তোমার থেকে একটি করে গোনাহ দূর করে দিবেন'।[11]

নফল নামাজ হলো ইসলামের একটি অমূল্য অংশ। এটি শুধু ফরজ নামাজের পরিপূরক নয়, বরং বান্দাকে আল্লাহর নৈকট্য, আত্মশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক শক্তি প্রদান করে।

---

১. আল্লাহর নৈকট্য অর্জন:

নফল নামাজ হল বান্দার জন্য আল্লাহর কাছে নিকটবর্তী হওয়ার এক অনন্য মাধ্যম।

২. ফরজ নামাজের ঘাটতি পূরণ:

নফল নামাজ ফরজ নামাজে যদি কোনো ঘাটতি থাকে, তা পূরণ করতে সাহায্য করে।

৩. সওয়াব ও ফজিলত:

প্রতিটি রাকাতের জন্য অসীম সওয়াব। বিশেষ করে রাতের নফল (তাহাজ্জুদ), ইশরাক ও দুহা নামাজের জন্য বিশাল পুরস্কার।

৪. আধ্যাত্মিক শান্তি:

মন শান্ত থাকে, আত্মা প্রশান্ত হয়, এবং ধৈর্য ও সৌম্য বৃদ্ধি পায়।

৫. পারিবারিক ও সামাজিক প্রভাব:

নফল নামাজ ব্যক্তির চরিত্র, পারিবারিক সম্পর্ক এবং সামাজিক আচরণ উন্নত করে।

উপসংহার

নফল নামাজ হলো দুনিয়া ও আখিরাতের জন্য এক অপূর্ব ধন। এটি বান্দাকে আল্লাহর কাছে নিকটবর্তী করে, পাপ থেকে মুক্তি দেয়, আত্মশুদ্ধি এবং নৈতিকতা বৃদ্ধি করে। নফল নামাজে নিয়মিত থাকার মাধ্যমে একজন মুসলিম জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমৃদ্ধি ও শান্তি পেতে পারে।

অষ্টম অধ্যায় ঃ নফল নামাজের আদব ও নিয়ম

আদব ও নিয়ম মেনে চলা:

নফল নামাজ আদবের সাথে পড়ার জন্য প্রথমে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে, তারপর একাগ্রতার সাথে নিয়ত করে নামাজ পড়তে হবে। এই নামাজে তিলাওয়াত, রুকু, সেজদা ইত্যাদি নিয়ম মেনে চলতে হবে এবং নামাজ শেষে দোয়া, ইস্তিগফার ও দরুদ শরিফ পড়তে হবে। তবে কিছু নির্দিষ্ট সময়ে নফল নামাজ পড়া নিষেধ, যেমন সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত এবং ফজর ও আসর নামাজের ওয়াক্তের পরে।

নফল নামাজ আদায়ের নিয়ম

- **পবিত্রতা:** ওযু করে শরীর ও পোশাক পবিত্র করে নিন।
- **একাগ্রতা:** সম্পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতার সঙ্গে নামাজ পড়ুন, যা আল্লাহর প্রতি আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করে।
- **নিয়ত:** মনে মনে আল্লাহর জন্য নফল নামাজ আদায়ের নিয়্যত করুন।
- **নামাজের পদ্ধতি:** সাধারণ নামাজের মতোই রুকু, সিজদা, তিলাওয়াত, এবং অন্যান্য নিয়ম মেনে চলুন।
- **দোয়া ও ইস্তিগফার:** নামাজ শেষে আল্লাহর কাছে আপনার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দোয়া করুন এবং ইস্তিগফার ও দরুদ শরিফ পড়ুন।

নফল নামাজের নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম, কারণ এটি নামাজকে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করে এবং ইবাদতের প্রতি একাগ্রতা ও নিষ্ঠা বাড়ায়। নফল নামাজে নিয়ত হলো ইবাদতের একটি অপরিহার্য অংশ, যা নামাজকে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য প্রদান করে এবং এটিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

নিয়ত করার গুরুত্ব:

- **সঠিক উদ্দেশ্য নির্ধারণ:** নিয়ত নামাজের একটি মূল ভিত্তি যা নামাজকে আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত করে।
- **একাগ্রতা বৃদ্ধি:** নিয়ত নামাজীকে একাগ্র ও মনোযোগী হতে সাহায্য করে, যা ইবাদতের প্রতি নিষ্ঠা বাড়ায়।
- **সওয়াবের পরিমাণ নির্ধারণ:** একটি নির্দিষ্ট নিয়তের কারণে নামাজের সওয়াব নির্ধারিত হয়, যা একে একটি নির্দিষ্ট ইবাদত হিসেবে গণ্য করে।
- **নামাজের সঠিক পরিচয়:** নিয়ত নামাজকে "নফল" হিসেবে চিহ্নিত করে, যদিও একে "সুন্নত" বা অন্যান্য নির্দিষ্ট ধরনের নামাজ হিসেবেও গণ্য করা যায়।

- **ইসলামী শরিয়তের একটি অংশ:** নিয়তকে নামাজের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়, যা সঠিকভাবে আমল করার জন্য অপরিহার্য।

নফল নামাজে নিয়ত করার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় মনে রাখা দরকার:

- **নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা:** মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা জরুরি নয়, তবে মনে মনে নিয়ত করতে হবে।
- **নিয়তের উদ্দেশ্য:** নফল নামাজের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও নিষ্ঠা প্রকাশ করা যায়।
- **নিয়তের প্রকার:** নফল নামাজে বিভিন্ন ধরনের নিয়ত করা যায়, যেমন "শুকরিয়া", "হাজত" বা "তাওবা"।

নফল নামাজের গুরুত্ব ও ফজিলত:

- **আল্লাহর নৈকট্য:** নফল নামাজ আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়।
- **আল্লাহর সন্তুষ্টি:** নফল নামাজ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম।
- **নামাজের ত্রুটি পূরণ:** ফরজ নামাজে কোনো ত্রুটি থাকলে নফল নামাজ সেই ত্রুটি পূরণে সহায়ক হয়।

কখন নফল নামাজ পড়া উচিত নয়

- **সূর্যোদয়:** সূর্যোদয়ের সময় নফল নামাজ পড়া নিষেধ।
- **সূর্যাস্ত:** সূর্যাস্তের সময় নফল নামাজ পড়া উচিত নয়, তবে আসরের নামাজ পড়া থাকলে তা বাদে।
- **ফজর ও আসরের পর:** ফজর নামাজের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর এবং আসরের ফরজ নামাজ শেষ হওয়ার পর থেকে যথাক্রমে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত পর্যন্ত নফল নামাজ পড়া নিষেধ।

নফল নামাজের উপকারিতা

- **আল্লাহর নৈকট্য:** নফল নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি বান্দার ভালোবাসা ও মহব্বত প্রকাশিত হয়।
- **গোনাহ মাফ:** নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দার গোনাহ মাফ করে দিতে পারেন।
- **কিয়ামতের দিনের পুরস্কার:** যারা বেশি নফল ইবাদত করেন, কেয়ামতের দিন তাদের অনেক বড় পুরস্কার দেওয়া হবে।
- **ফরজ নামাজের পরিপূরক:** নফল ইবাদত ফরজ ও ওয়াজিবের পরিপূরক হিসেবে গণ্য হয়।

নফল নামাজের আদব ও নিয়ম মেনে চলা নামাজকে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য করে।

সালাতে একাগ্রতা ও খুশু

মহান আল্লাহ ইরশাদ করছেন,

وَقُومُوا لِلهِ قَانِتِينَ ﴿البقرة﴾২৩৮ :

এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে। (আল-বাকারা : ২৩৮)

আরও ইরশাদ হচ্ছে,

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ . الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿البقرة﴾৪৬:

আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন। যারা বিশ্বাস করে যে, তারা তাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং তারা তাঁর দিকে ফিরে যাবে। (আল-বাকরা : ৪৫-৪৬)

সালাত ইসলামের একটি শরীরিক ইবাদত, বড় রুকন। একাগ্রতা ও বিনয়াবনতা এর প্রাণ, শরিয়তের অমোঘ নির্দেশও। এদিকে অভিশপ্ত ইবলিশ মানবজাতিকে পথভ্রষ্ট ও বিপদগ্রস্ত করার শপত নিয়ে অঙ্গীকার করেছে,

‘তারপর অবশ্যই তাদের নিকট উপস্থিত হব, তাদের সামনে থেকে ও তাদের পেছন থেকে এবং তাদের ডান দিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে। আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না’। (আল-আরাফ : ১৭)

কাজেই তার মূল উদ্দেশ্য মানবজাতিকে সালাত হতে বিভিন্ন ছলে-বলে অন্য মনস্ক করা। ইবাদতের স্বাদ, সওয়াবের বিরাট অংশ থেকে বঞ্চিত করার নিমিত্তে সালাতে বিভিন্ন ধরনের ওয়াসওয়াসা ও সন্দেহের অনুপ্রবেশ ঘটানো। তবে বাস্তবতা হল, শয়তানের আহবানে মানুষের বিপুল সাড়া, দ্বিতীয়ত, সর্বপ্রথম সালাতের একাগ্রতা পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নেয়া, তৃতীয়ত, শেষ জমানা। এ হিসেবে আমাদের উপর হুজায়ফা রা. এর বাণী প্রকটভাবে সত্যতার রূপ নিয়েছে। তিনি বলেন,

‘সর্বপ্রথম তোমরা নামাজের একাগ্রতা হারা হবে, সর্ব শেষ হারাবে সালাত। অনেক নামাজির ভেতর-ই কোনো কল্যাণ বিদ্যমান থাকবে না। হয়তো মসজিদে প্রবেশ করে একজন মাত্র নামাজিকেও সালাতে বিনয়ী-একাগ্রতা সম্পন্ন দেখবে না।’

---তা সত্বেও কতক মানুষের আত্মপ্রশ্ন, অনেকের সালাতে ওয়াসওয়াসা ও একাগ্রতাহীনতার অভিযোগ।

বিষয়টির আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অত্যধিক অপরিসীম। সে জন্যেই নিম্নে বিষয়টির উপর সামান্য আলোকপাতের চেষ্টা করা হয়েছে।আল্লাহ তাআলা বলেন,

‘মুমিনগণ সফলকাম, যারা সালাতে মনোযোগী’। (সূরা আল-মুমিনূন: ১-২) অর্থাৎ আল্লাহ ভীরু এবং সালাতে স্থির।

‘খুশু হল-আল্লাহর ভয় এবং ধ্যান হতে সৃষ্ট স্থিরতা, গাম্ভীর্যতা ও নম্রতা।(‘দার-আশশুআব প্রকাশিত ইবনে কাসির : ৬/৪১৪)

‘বিনয়াবনত এবং আপাত-মস্তক দীনতাসহ আল্লাহর সমীপে দন্ডায়মান হওয়া’। (আল-মাদারেজ : ১/৫২০)

মুজাহিদ বলেন, ‘কুনুতের অর্থ : আল্লাহর ভয় হতে উদ্‌গত স্থিরতা, একাগ্রতা, অবনত দৃষ্টি, সর্বাঙ্গীন আনুগত্য। (তাজিমু কাদরিস সালাত ১/১৮৮)

খুশু তথা একাগ্রতার স্থান অন্তর তবে এর প্রভাব বিকশিত হয় অঙ্গ-প্রতঙ্গে। ওয়াসওয়াসা কিংবা অন্যমনস্কের দরুন খুশুতে বিঘ্নতার ফলে অঙ্গ-প্রতঙ্গের ইবাদতেও বিঘ্নতার সৃষ্টি হয়। কারণ, অন্তকরণ বাদশাহ আর অঙ্গ-প্রতঙ্গ আজ্ঞাবহ-অনুগত সৈনিকের ন্যায়। বাদশার পদস্খলনে সৈনিকদের পদস্খলন অনস্বীকার্য। তবে কপট ও বাহ্যিকভাবে খুশু তথা একাগ্রতার ভঙ্গিমা নিন্দনীয়। বরং ইখলাসের নিদর্শন হল একাগ্রতা প্রকাশ না করা।

হুজায়ফা রা. বলতেন, ‘নেফাক সর্বস্ব খুশু হতে বিরত থাক। জিজ্ঞাসা করা হল, নেফাক সর্বস্ব খুশু আবার কি? উত্তরে বললেন, শরীর দেখতে একাগ্রতাসম্পন্ন অথচ অন্তর একাগ্রতা শূন্য।’

ফুজায়েল বলেন, ‘আগে অন্তরের চেয়ে বেশী খুশু প্রদর্শন করা ঘৃণার চোখে দেখা হত।’

জনৈক বুজুর্গ এক ব্যক্তির শরীর ও কাঁধে খুশুর আলামত দেখে বললেন, এই ছেলে ! খুশু এখানে, বুকের দিকে ইশারা করে। এখানে নয়, কাঁধের দিকে ইশারা করে। (মাদারিজ: ১/.৫২১)

সালাতের ভেতর খুশু একমাত্র তারই অর্জিত হবে, যে সবকিছু ত্যাগ করে নিজেকে সালাতের জন্য ফারেগ করে নিবে এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে সালাতকে স্থান দিবে। তখনই সালাতের দ্বারা চোখ জুড়াবে, অন্তর ঠান্ডা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

সালাতেই আমার চোখের শান্তি রাখা হয়েছে। (মুসনাদু আহমাদ: ৩/১২৮)

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে মনোনীত বান্দাদের আলোচনায় খুশুর সহিত সালাত আদায়কারী নারী-পুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তাদের জন্য ধার্যকৃত ক্ষমা ও সুমহান প্রতিদানের ঘোষণা প্রদান করেছেন। (সূরা আল-আহজাব : ৩৫) খুশু বান্দার উপর সালাতের দায়িত্বটি স্বাভাবিক ও হালকা করে দেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. ﴿البقرة﴾৪৫:

আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় তা খুশুওয়ালা-বিনয়ী ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন। (সূরা আল-বাকারা : ৪৫)

অর্থাৎ সালাতের কষ্ট বড় কঠিন, তবে খুশু ওলাদের জন্য কোন কষ্টই নয়।" (তাফসিরে ইবনে কাসির : (১/১২৫) খুশু যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমন কঠিন ও দূর্লভ, বিষেশ করে আমাদের এ শেষ জামানায়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'এই উম্মত হতে সর্ব প্রথম সালাতের খুশু উঠিয়ে নেয়া হবে, এমনকি তালাশ করেও তুমি কোনো খুশু ওয়ালা লোক খুঁজে পাবে না।' (তাবরানি)

খুশু তথা একাগ্রতার হুকুম

নির্ভরযোগ্য মত অনুসারে খুশু ওয়াজিব। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী,ُو

তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, তবে সালাতে একাগ্রতা বঞ্চিতদের জন্য তা খুব কঠিন।" (সূরা আল-বাকারা : ৪৫)- এর মাধ্যমে খুশুহীনদের দুর্নাম ও নিন্দা করা হয়েছে। অর্থাৎ খুশু ওয়াজিব। কারণ, ওয়াজিব তরক করা ছাড়া কারো দুর্নাম করা হয় না।

অন্যত্র বলেন,

"মুমিনগণ সফল, যারা সালাতে একাগ্রতা সম্পন্ন...তারাই জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী হবে।" (সূরা আল-মোমেনুন : ১-১১) এ ছাড়া অন্যরা তার অধিকারী হবে না। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয়, খুশু ওয়াজিব। খুশু হল বিনয় ও একাগ্রতার ভাব ও ভঙ্গি। সুতরাং যে ব্যক্তি কাকের মত মাথা ঠোকরায়, রুকু হতে ঠিক মত মাথা উঁচু করে না, সোজা না হয়ে সেজদাতে চলে যায়, তার খুশু গ্রহণ যোগ্য নয়। সে গুনাহগার-অপরাধি। (মাজমুউল ফতওয়া : ২২/৫৫৩-৫৫৮)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

"পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আল্লাহ তাআলা ফরজ করেছেন। যে ভাল করে ওজু করবে, সময় মত সালাত আদায় করবে এবং রুকু-সেজদা ঠিক ঠিক আদায় করবে, আল্লাহর দায়িত্ব, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া। আর যে এমনটি করবে না, তার প্রতি আল্লাহর কোনো দায়িত্ব নেই। শাস্তিও দিতে পারেন, ক্ষমাও করতে পারেন। (আবু দাউদ : ৪২৫, সহিহ আল-জামে : ৩২৪২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন,

"যে সুন্দরভাবে ওজু করে, অতঃপর মন ও শরীর একত্র করে দু'রাকাত সালাত পড়ে, (অন্য বর্ণনায়-যে সালাতে ওয়াসওয়াসা স্থান পায় না) তার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

খুশু ও একাগ্রতা সৃষ্টি করার কয়েকটি উপায়

খুশু তৈরীর উপায় ও বিষয় নিয়ে গবেষণা করার পর স্পষ্ট হয় যে, এগুলো দু'ভাগে ভিবক্ত।

এক. খুশু তৈরী ও শক্তিশালী করণের উপায় গ্রহণ করা।
দুই. খুশুতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো পরিহার ও দুর্বল করা।
শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, খুশুর সহায়ক দুটি জিনিস। প্রথমটি হল- নামাজি ব্যক্তির প্রতিটি কথা, কাজ, তেলাওয়াত, জিকির ও দোয়া গভীর মনোযোগ সহকারে আদায় করা। আল্লাহকে দেখে এসব আদায় করছি এরূপ নিয়ত ও ধ্যান করা। কারণ, নামাজি ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কথপোকথন করে। হাদিসে জিবরীলে ইহসানের সংজ্ঞায় এসেছে,
"আল্লাহর ইবাদত কর, তাকে দেখার মত করে। যদি তুমি তাকে না দেখ, সে তো অবশ্যই তোমাকে দেখে।" (বোখারি মুসলিম)
এভাবে যতই সালাতের স্বাদ উপভোগ করবে, ততই সালাতের প্রতি আগ্রহ বাড়বে। আর এটা সাধারণত ঈমানের দৃঢ়তার অনুপাতে হয়ে থাকে। ঈমান দৃঢ় করারও অনেক উপায় রয়েছে।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন, "তোমাদের দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমার নিকট প্রিয়। নারী ও সুগন্ধি, আর সালাত তো আমার চোখের প্রশান্তি।"
আরেকটি হাদিসে এসেছে, "ও বেলাল, সালাতের মাধ্যমে (প্রশান্তি) মুক্তি দাও।"
দ্বিতীয়টি হল- প্রতিবন্ধকতা দূর করা। অন্তরের একাগ্রতা বিনষ্টকারী জিনিস ও চিন্তা-ফিকির পরিত্যাগ করা। যা ব্যক্তি অনুসারে সকলের ভেতর হয়ে থাকে। যার ভেতর প্রবৃত্তি ও দ্বীনের ব্যাপারে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কিংবা কোনো জিনিসের প্রতি আসক্তি রয়েছে, তার ভেতর ওয়াসওয়াসাও অধিক হবে। (মাজমুউল ফতওয়া : ২২/৬০৬-৬০৭)
খুশু সৃষ্টি ও শক্তিশালী করণের উপায়সমূহ
এক. সালাতের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ ও তৈরী হওয়া।
যেমন, মুয়াজ্জিনের সাথে সাথে আজানের শব্দগুলো উচ্চারণ করা এবং আজান শেষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে প্রমাণিত নিম্নোক্ত দোয়া পড়া।
আজান-ইকামতের মাঝখানে দোয়া করা, বিসমিল্লাহ বলে পরিশুদ্ধভাবে ওজু করা, ওজুর পরে দোয়া পড়া। যেমন,
মুখ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য মেসওয়াকের প্রতি যত্নশীল থাকা, যেহেতু কিছক্ষণ পরেই সালাতে তেলাওয়াত করা হবে পবিত্র কালাম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "তোমরা কোরআন পড়ার জন্য মুখ ধৌত কর।" (বর্ণনায় বায্যার)
সুন্দর পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে পরিপাটি হওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেন,يَا
"ও বনি আদাম, তোমরা প্রতি সালাতের সময় সাজ-সজ্জা গ্রহণ কর।" (সূরা আল আরাফ: ৩১)

আল্লাহর জন্য পরিচ্ছন্ন পোষাক পরিধান করা অধিক শ্রেয়। কারণ, পরিস্কার পরিচ্ছদ ও সুগন্ধির ব্যাবহার নামাজির অন্তরে প্রফুল্লতার সৃষ্টি করে। যা শয়নের কাপড় কিংবা নিম্নমানের কাপড় দ্বারা সম্ভব নয়। তদ্রুপ সালাতের প্রস্তুতি স্বরূপ, শরীরের জরুরি অংশ ঢেকে নেয়া, জায়গা পবিত্র করা, জলদি সালাতের জন্য তৈরী হওয়া ও ধীর স্থিরভাবে মসজিদ পানে চলা। আঙ্গুলের ভেতর আঙ্গুল দিয়ে অলসতার অবস্থা পরিহার করা। সালাতের জন্য অপেক্ষা করা। মিলে মিলে এবং কাতার সোজা করে দাড়ানো। কারণ, শয়তান কাতারের মাঝখানে ফাঁকা জায়গাতে আশ্রয় নেয়।

দুই : স্থিরতা অবলম্বন করা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি অঙ্গ স্বীয় স্থানে ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন

সালাতে ভুলকারী ব্যক্তিকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, ”এভাবে না পড়লে তোমাদের কারো সালাত শুদ্ধ হবে না।”[১]

আবু কাতাদা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ”সালাতে যে চুরি করে, সেই সবচে নিকৃষ্ট চোর। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল সালাতে কীভাবে চুরি করে ? তিনি বললেন, রুকু-সেজাদ ঠিক ঠিক আদায় করে না।”

আবু আব্দুল্লাহ আশআরি রা. হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ”যে ব্যক্তি রুকু অসম্পূর্ণ রাখে আর সেজাদাতে শুধু ঠোকর মারে, সে ঐ খাদকের মত যে দুই-তিনটি খেজুর খেল অথচ কোনো কাজে আসল না।”[৩] (তাবরানি)

ধীরস্থিরতা ছাড়া খুশু সম্ভব নয়। কারণ, দ্রুত সালাতের কারণে খুশু নষ্ট হয়। কাকের মত ঠোকর মারার কারণে, সাওয়াব নষ্ট হয়।

তিন : সালাতে মৃত্যুর স্মরণ করা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ”তুমি সালাতে মৃত্যুর স্মরণ কর। কারণ, যে সালাতে মৃত্যুর স্মরণ করবে, তার সালাত অবশ্যই সুন্দর হবে। এবং সে ব্যক্তির ন্যায় সালাত পড়, যাকে দেখেই মনে হয়, সে সালাতে আছে।”[৪] (সিলসিলাতুল আহাদিসিস সহিহাহ)

আবু আইউব রা.-কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপদেশ দিয়ে বলেন,

”যখন সালাতে দাড়াবে, মৃত্যুমুখী ব্যক্তির ন্যায় দাড়াবে।”[৫] (আহমদ)

মৃত্যু প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নিশ্চিত। কিন্তু তার সময়-ক্ষণ অনিশ্চিত। তাই শেষ সালাত চিন্তা করলে এ সালাতই এক বিশেষ ধরনের সালাতে পরিণত হবে। হতে পারে এটাই জীবনের শেষ সালাত।

চার : পঠিত আয়াত ও দোয়া-দরূদে ফিকির করা, ও গভীর মনোযোগ দিয়ে তা অনুধাবন করার চেষ্টা করা এবং সাথে সাথে প্রভাবিত হওয়া।

কারণ, কোরআন নাজিল হয়েছে মূলত: চিন্তা-ফিকির ও গবেষণা করার জন্যই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٢٩﴾ (ص(٢٩:

জ্ঞানীদের উপদেশ গ্রহণ ও গবেষণার জন্য আমি একটি মোবারক কিতাব আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি।" (সূরা সাদ: ২৯)

আর এর জন্য প্রয়োজন পঠিত আয়াতের অর্থানুধাবন, উপদেশ গ্রহণ করণ ও জ্ঞানার্জন। তবেই সম্ভব- গবেষণা, অশ্রু ঝরানো ও প্রভাবিত হওয়া। আল্লাহ তাআলা রহমানের বান্দাদের প্রসংশা করে বলেন,

وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ (الفرقان(٧٣ :

আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরদের মত পড়ে থাকে না। (সূরা আল ফোরকান: ৭৩)

এর দ্বারাই বুঝে আসে তাফসিরের গুরুত্ব। ইবনে জারির রহ. বলেন, "আমি আশ্চর্য বোধ করি, যে কোরআন পড়ে অথচ তাফসির জানে না, সে কিভাবে এর স্বাদ গ্রহণ করে।" (মাহমূদ শাকের কর্তৃক তাফসিরে তাবারির ভূমিকা: ১/১০)

গবেষণার আরো সহায়ক, বার বার একটি আয়াত পড়া এবং পুনঃপুনঃ তার অর্থের ভেতর চিন্তা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আমল এরূপই ছিল। বর্ণিত আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿المائدة﴾١١٨ :

আয়াতটি পড়তে পড়তে রাত শেষ করে দিয়েছিলেন। (ইবন খুযাইমা ও আহমাদ) [৬]

আয়াতের তেলাওয়াতের সাথে সাথে প্রভাবিত হওয়াও চিন্তার সহায়ক। হুজায়ফা রা. হতে বর্ণিত,

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কোনো এক রাতে সালাত পড়েছি। লক্ষ্য করেছি, তিনি একটি একটি করে আয়াত পড়ছিলেন। যখন আল্লাহর প্রশংসামূলক কোনো আয়াত আসতো, আল্লাহর প্রশংসা করতেন। যখন প্রার্থনা করার আয়াত আসতো, আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন। যখন আশ্রয় চাওয়ার আয়াত আসতো, আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন

আরেকটি বর্ণনায় আছে, ”আমি এক রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে সালাত পড়েছি। তার নিয়ম ছিল, রহমতের কোনো আয়াত আসলে, আল্লাহর কাছে রহমত চাইতেন। শাস্তির আয়াত আসলে আল্লাহর নিকট শাস্তি হতে পানাহ চাইতেন। আল্লাহর পবিত্রতার আয়াত আসলে, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতেন।” (তাজিমু কাদরিস সালাত: ১/৩২৭)

এ ঘটনাগুলো তাহাজ্জুতের সালাতের ব্যাপারে।

সাহাবি কাতাদা ইবনে নুমান এর ঘটনা, ”তিনি এক রাতে সালাতে দাড়িয়ে, বার বার শুধু সূরায়ে এখলাস পড়েছেন। অন্য কোন সূরা পড়েননি।” (বোখারি – ফতহুল বারি : ৯/৫৯, আহমাদ : ৩/৪৩)

সালাতে তেলাওয়াত ও চিন্তা-ফিকির করার জন্য কোরআন হিফজ করা এবং সালাতে পড়ার দোয়া-দরূদ মুখস্থ করাও একাগ্রতা অর্জনে সহায়ক।

তবে নিশ্চিত, কোরআনের আয়াতে চিন্তা-গবেষণা করা এবং এর দ্বারা প্রভাবিত হওয়া একাগ্রতা অর্জনের জন্য বড় হাতিয়ার। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٠٩﴾ (الإسراء:١٠٩)

‘আর তারা কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে এবং এটা তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে’। (সূরা ইসরা : ১০৯)

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বর্ণনা করছি, যার দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সালাতে চিন্তা, একাগ্রতা এবং কোরআনের আয়াতে গবেষণার চিত্র ফুটে উঠবে, আরো ফুঠে উঠবে এগুলোর প্রয়োজনীয়তা। তাবিয়ী রহ. বলেন, আমি এবং উবাইদ ইবনে ওমায়ের আয়েশা রা.-এর নিকটি গমন করি। উবাইদ আয়েশাকে অনুরোধ করলেন, আপনি আমাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর একটি অতি আশ্চর্য ঘটনা শুনান। আয়েশা রা. এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন, অতঃপর বললেন, এক রাতে উঠে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আয়েশা তুমি আমাকে ছাড়, আমি আমার প্রভুর ইবাদত করি। আমি বললাম, আল্লাহর কসম, আমি আপনার নৈকট্য পছন্দ করি এবং আপনার পছন্দের জিনিসও পছন্দ করি। আয়েশা রা. বলেন, তিনি উঠে ওজু করলেন এবং সালাতে দাড়ালেন। আর কাঁদতে আরাম্ভ করলেন। কাঁদতে কাঁদতে বক্ষ ভিজে গেল। আরো কাঁদলেন, কাঁদতে কাঁদতে মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। বেলাল তাঁকে (ফজরের) সালাতের সংবাদ দিতে এসে দেখেন, তিনি কাঁদছেন। বেলাল বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কাঁদছেন! অথচ আল্লাহ আপনার আগে-পরের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন ? রাসূল বললেন, আমার কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হতে মনে চায় না? আজ রাতে আমার উপর কয়েকটি আয়াত অবর্তীণ হয়েছে, যে এগুলো পড়বে আর এতে চিন্তা ফিকির করবে না, সে ক্ষতিগ্রস্ত। অর্থাৎ নিম্নোক্ত আসুরায়ে

ফাতেহার পর আমিন বলাও আয়াতের সাথে সাথে প্রভাবিত হওয়ার একটি নমুনা। এর সাওয়াবও অনেক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যখন ইমাম আমিন বলে, তোমরাও আমিন বল। কারণ, যার আমিন ফেরেস্তাদের আমিনের সাথে মিলবে, তার পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"

তদ্রুপ ইমামের سمع الله لمن حمده এর জায়গায় মুক্তাদির ربنا ولك الحمد، বলা। এতেও রয়েছে অনেক সাওয়াব। রেফাআ জারকি রা. বলেন, আমরা একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পেছনে সালাত পড়ছিলাম। যখন তিনি রুকু হতে سمع الله لمن حمده বলে মাথা উঠালেন, পিছন থেকে একজন বলল, ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত শেষ করে বললেন, কে বলেছে? সে বলল আমি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমি ত্রিশজনেরও বেশি ফেরেশতাদের লক্ষ্য করেছি, এর সাওয়াব লেখার জন্য দৌড়ে ছুটে আসছে। কে কার আগে লিখবে। (বোখারি, ফাতহুল বারি ২/২৮৪)

পাঁচ : প্রতিটি আয়াতের মাথায় ওয়াকফ করে করে পড়া।

এ পদ্ধতি চিন্তা ও বোঝার জন্য সহায়ক। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সুন্নতও বটে। উম্মে সালামা রা. বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোরআন তেলাওয়াতের ধরন ছিল, প্রথমে بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم পড়তেন। এর পর ওয়াকফ করতেন। অতঃপর পড়তেন, الحمد لله رب العالمين এরপর ওয়াকফ করতেন। অতঃপর পড়তেন, الرحمن الرحيم এর পর ওয়াকফ করতেন। অতঃপর পড়তেন, مالك يوم الدين، এভাবে এক একটি আয়াত ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়তেন।

رواه أبوداود رقم (٤٠٠١) وصححه الألباني في الإرواء وذكر طرقه.(٢/٦٠)

প্রতি আয়াতের মাথায় ওয়াকফ করা সুন্নত। যদিও পরবর্তী আয়াতের সাথে অর্থের মিল থাকে।

ছয় : সুন্দর আওয়াজে তারতিল তথা ধীর গতিতে পড়া।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

আর স্পষ্টভাবে ধীরে ধীরে কোরআন আবৃত্তি কর। (আল-মুজ্জাম্মেল : ৪)

রাসূলুল্লাগ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তেলাওয়াতও ছিল, একটি একটি অক্ষর করে সুবিন্যস্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারতিল সহকারে সূরাগুলো তেলাওয়াত করতেন। একটি লম্বা সূরার তুলনায় পরবর্তী সুরাটি আরো লম্ব হত। (সহিহ মুসলিম : ৭৩৩)

তারতিলের সাথে ধীরগতির পড়া খুশু ও একাগ্রতার সহায়ক। যেমন তাড়াহুড়ার সাথে দ্রুত গতির পড়া একাগ্রতার প্রতিবন্ধক। সুন্দর আওয়াজে তেলাওয়াত করাও একাগ্রতার সহায়ক। যেমন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপদেশ

"তোমরা সুন্দর আওয়াজে কোরআন তেলাওয়াত কর। কারণ, সুন্দর আওয়াজ কোরআনের সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়।" (আল-হাকেম : ১/৫৭৫, সহিহ আল-জামে : ৩৫৮১)

তবে সাবধান! সুন্দর আওয়াজে পড়ার অর্থ অহংকার কিংবা গান-বাজনার ন্যায় ফাসেক-ফুজ্জারদের মত আওয়াজে নয়। এখানে সৌন্দর্যের অর্থ চিন্তার গভীরতাসহ সুন্দর আওয়াজ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "সবচে' সুন্দর আওয়াজে কোরআন তেলাওয়াতকারী ঐ ব্যক্তি যার তেলাওয়াত শুনে মনে হয় সে আল্লাহকে ভয় করছে।" (ইবনে মাজাহ : ১/১৩৩৯, সহিহ আল-জামে : ২২০২)

সাত : মনে করা আল্লাহ তাআলা সালাতের ভেতর তার ডাকে সাড়া দিচ্ছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি সালাতকে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে দু'ভাগে ভাগ করেছি। আমার বান্দা যা চাবে তা পাবে। যখন আমার বান্দা বলে,

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين (সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল জগতের রব) আল্লাহ তাআলা বলেন, عبدي حمدني (আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল) যখন বলে, الرَّحْمَنِ الرَّحِيم (পরম দয়ালু অতীব মেহেরবান) আল্লাহ বলেন, أثنى علي عبدي (আমার বান্দা আমার গুণগান করল) যখন বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّين (বিচার-প্রতিদান দিবসের মালিক)আল্লাহ তাআলা বলেন, مجدني عبدي (আমার বান্দা আমার যথাযথ মর্যাদা দান করল) যখন বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين (আমরা কেবল আপনারই ইবাদত করি, কেবল আপনার কাছেই সাহায্য চাই) আল্লাহ তাআলা বলেন, هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، (এটি আমি ও আমার বান্দার মাঝে, আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে, পাবে) যখন বলে (আমাদের সরল পথ দেখান, তাদের পথ, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ নিপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়নি) আল্লাহ তাআলা বলেন, هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. (এটা আমার বান্দার জন্য, আর আমার বান্দা যা প্রার্থনা করবে পাবে

হাদিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো নামাজি এর অর্থ ধ্যানে রাখলে সালাতে চমৎকার একাগ্রতা হাসিল হবে। সূরা ফাতেহার গুরুত্বও প্রনিধান করবে যতেষ্টভাবে। যেহেতু সে মনে করছে, আমি আল্লাহকে সম্বোধন করছি, আর তিনি আমার কথার উত্তর দিচ্ছেন। সুতারাং এ কথপোকথনের যথাযথ মূল্যায়ন করা একান্ত কর্তব্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

”তোমাদের কেউ সালাতে দাড়ালে সে, মূলত: তার রব-আল্লাহর সাথে কথপোকথন করে। তাই খেয়াল করা উচিত কিভাবে কথপোকথন করছে।”

مستدرك الحاكم (১/২৩৬) وهو في صحيح الجامع رقم.(১৫৩৮)

আট : সামনে সুতরা রেখে সালাত আদায় করা এবং সুতরার কাছাকাছি দাড়ানো।

এর দ্বারাও সালাতে একাগ্রতা অর্জন হয়। দৃষ্টি প্রসারিত হয় না, শয়তান থেকে হেফাজত এবং মানুষের চলাচল থেকেও নিরাপদ থাকা যায়। অথচ এ সকল জিনিস দ্বারাই সালাতে অন্যমস্কতার সৃষ্টি হয়, সাওয়াব কমে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

”তোমাদের কেউ যখন সালাত পড়বে, সামনে সুতরা নিয়ে নেবে এবং তার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়াবে।” (আবু দাউদ : ১৬৯৫/৪৪৬, সহিহ আল-জামে : ৬৫১)

সুতরার নিকটবর্তী হয়ে দাড়ানোতে অনেক উপকার নিহিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

”যখন তোমাদের কেউ সুতরার সামনে সালাত পড়বে, সুতরার নিকটবর্তী হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক নামাজির সালাতে ‘খানজাব’ শয়তান নেক সুরতে ধোকা নিয়ে উপস্থিত হয়। সালাতের ভেতর অন্য ইবাদত যেমন দাওয়াতি কাজ কিংবা ইলমি কোনো বিষয়ে মগ্ন করে দেয়, যার ফলে সে বর্তমান সালাতও ভুলে যায়। অনেক সময় ওমর রা. এর আমল দ্বারা ধোকাটি আরো প্রবল করে। যেহেতু বর্ণিত আছে, তিনি সালাতে যুদ্ধের পরিকল্পনা ও ব্যুহ বিন্যাস করতেন। এর উত্তরের জন্য আমরা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ. এর দ্বারস্থ হলে, তিনি বলেন, ”ওমর রা. বলেছেন, আমি সালাতরত অবস্থায় যুদ্ধের পরিকল্পনা করি।” কারণ, ওমর রা. আমিরুল মুমেনিন যেমন ছিলেন, তেমনি তিনি আমিরুল জেহাদও ছিলেন। তাঁর উপর দুটি দায়িত্ব অর্পিত ছিল। অনেকটা জেহাদ রত সৈনিকের অবস্থার মত। দুটি দায়িত্ব যথাসাধ্য সুন্দরভাবে আঞ্জাম দেয়াই তার কর্তব্য। আল্লাহ তাআলা বলেন,

”হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোনো বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন দৃঢ়পদ থাক এবং উদ্দেশ্যে সফলতা অর্জন করার জন্য আল্লাহকে অধিক পরিমানে স্মরণ করো।” (সূরা আনফাল : ৪৫)

আমরা সকলেই জানি যুদ্ধের ময়দানে অন্তরের একাগ্রতা আর নিরাপদ অবস্থায় অন্তরের একাগ্রতা সমান নয়। জেহাদের কারণে সালাতে সামান্য ত্রুটি আসলেও, ঈমান এবং আনুগত্যের বদৌলতে তা পুষিয়ে যায়। এ জন্যই জেহাদরত অবস্থার সালাত, নিরাপদ অবস্থার

সালাতের তুলনায় হালকা। আল্লাহ তাআলা বলেন, "যখন তোমরা চিন্তামুক্ত হয়ে যাও, সালাত কায়েম কর তথা সমস্ত হক আদায় করে সালাত আদায় করো।" (সূরা আন-নিসা : ১০৩) তা সত্ত্বেও ঈমান এর তারতম্যের ভিত্তিতে মানুষেরও হুকুম ভিন্ন হয়ে থাকে। ওমরের জেহাদের চিন্তাসহ সালাত অনেকের চিন্তা বিহীন সালাতের চেয়ে উত্তম। তবুও বলব, ওমরের জেহাদের চিন্তা বিহীন সালাত, জেহাদের চিন্তাসহ সালাতের চেয়ে উত্তম। উপরন্তু ওমর রা. ইমামুল মুসলিমিন ছিলেন, হয়তো তিনি এ ছাড়া সময় পেতেন না।

তার ব্যস্ততাও ছিল বেশি। দ্বিতীয়ত: সালাতে এমন কিছু জিনিস মনে পড়ে, যা অন্য সময় মনে পড়ে না। আর এখানেই শয়তানের সুযোগ। জনৈক বুযুর্গের একটি ঘটনা, কেউ তাকে বলেছিলো, আমি কিছু সম্পদ মাটিতে পুতে রেখেছিলাম, কিন্তু এখন তা ভুলে গেছি। তিনি বললেন, তুমি সালাতে দাড়াও, সে সালাতে দাড়ালে ঐ জিনিসের কথা মনে পরে যায়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, আপনি কিভাবে জানলেন? তিনি বললেন, আমার ধারণা ছিল, শয়তান তাকে সালাতে একাগ্রতার সুযোগ দিবে না। এ জিনিসটি মনে করে দিয়ে হলেও। কারণ, জিনিস নিয়ে তার কোনো ভাবনা নেই, তার ভাবনা হলো সালাত নিয়ে। মুদ্দা কথা, বুদ্ধিমান নামাজি স্বীয় সালাতে আপ্রাণ চেষ্টা করে একাগ্রতা ধরে রাখার জন্য। সুনিশ্চিত, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত ইবাদত কিংবা গুনাহ পরিহার কোনটাই সম্ভব নয়।

আলি রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, "সালাতের সময় হলে আঁতকে উঠতেন, চেহারা ফেকাশে হয়ে যেত। কেউ জিজ্ঞাসা করল, আপনার কি হয়েছে? বললেন, আমানতের সময় ঘনিয়ে আসছে, যে আমানত আসমান-জমিনের সামনে পেশ করা হলে, তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে অপারগতা প্রকাশ করে। আর আমি তা গ্রহণ করি"।
সাইদ তানুখি সম্পর্কে কথিত আছে, সালাতে দাঁড়ালে অশ্রুতে দাড়ি ভিজে যেত।
জনৈক তাবেয়ি সম্পর্কে জানা যায়, সালাতে দাঁড়ালে তার রং বিবর্ণ হয়ে যেত, তিনি বলতেন, জান কার সামনে দাঁড়াবো আর কার সাথে কথপোকথন করবো? আফসোস কে আছে আমাদের ভেতর এমন!"
(سلاح اليقظان لطرد الشيطان، عبد العزيز السلمان ص) ২০৯ :
আমের ইবনু আব্দুল কায়েসকে জিজ্ঞসা করা হল, "সালাতের ভেতর আপনার কোনো জল্পনা কল্পনা হয়? তিনি উত্তর দিলেন, সালাতের চেয়ে প্রিয় কোনো জিনিস আছে?-যার জল্পনা কল্পনা হতে পারে। প্রশ্নকারী বলল, আমাদের তো জল্পনা কল্পনা হয়। তিনি বললেন, কিসের?

জান্নাত, তার নেয়ামতরাজি কিংবা এ ধরনের কিছুর? সে বলল, না- আমাদের জল্পনা-কল্পনা হয় ধন-সম্পদ আর সন্তানাদির। তিনি বললেন, এর চেয়ে আমার শরীর বর্মের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাওয়া ভাল"।

সাহাবি সা'দ ইবনু মুয়াজ রা. বলেন, আমার ভেতর তিনটি স্বভাব আছে, যদি সর্বদা এগুলো বিদ্যমান থাকতো, তাহলে আমিই আমি হতাম। সালাতে দাড়ালে আমার অন্তর এ ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জবান থেকে কোনো জিনিস শুনলে বিন্দু মাত্র আমার অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি হয় না। জানাযার সালাতে আমি অন্তরে যা বলছি এবং মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে যা বলা হচ্ছে এ ছাড়া অন্য কিছুর ভাবনা উদ্রেক হয় না

খুশু খুজুর সাথে নামাজ আদায় করার জন্য, নামাজকে একটি **বিদায়ী নামাজ** হিসেবে গণ্য করুন, যেন আপনি আল্লাহর সাথে সরাসরি কথা বলছেন। এর জন্য মনোযোগ, বিনয়, নম্রতা, ধীরস্থিরতা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের স্থিরতা জরুরি। এই পদ্ধতিতে নামাজ পড়লে তা প্রাণবন্ত হয় এবং এর পরিপূর্ণ উপকারিতা পাওয়া যায়।

খুশু খুজুর সাথে নামাজ আদায়ের পদ্ধতি:

- **পূর্ণ মনোযোগ দিন:** নামাজ আদায় করার সময় দুনিয়াবি চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত থাকুন।
- **আল্লাহর সাথে সংযোগ অনুভব করুন:** নামাজকে আল্লাহর সাথে একান্তে কথা বলার মতো মনে করুন এবং এই অনুভূতি নিয়ে নামাজ পড়ুন।
- **বিদায়ী নামাজের মতো পড়ুন:** এমনভাবে নামাজ আদায় করুন যেন এটি আপনার শেষ নামাজ।
- **ধীরস্থির ও বিনয়ী থাকুন:** রুকু ও সেজদার সময় তাড়াহুড়ো না করে ধীরস্থিরভাবে ও বিনয়ের সাথে আদায় করুন।
- **অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থির রাখুন:** নামাজের সময় আপনার শরীর ও মনকে শান্ত ও স্থির রাখুন।
- **কোরআন তেলাওয়াত সুন্দরভাবে করুন:** মনোযোগ সহকারে ও সুন্দরভাবে কোরআন তেলাওয়াত করুন।

সময়ের যত্নঃ

নামাজের সময়ের যত্ন বলতে **সময়মতো নামাজ আদায়** এবং **নামাজের জন্য প্রস্তুতি ও মনোযোগ** উভয়ই বোঝায়। এর মধ্যে রয়েছে:

- **সময়ানুবর্তিতা:** প্রতিটি নামাজের নির্দিষ্ট সময় আছে এবং সময়মতো নামাজ আদায় করা জরুরি।

- **প্রস্তুতি:** নামাজের আগে যত্ন সহকারে ওজু করা, যা শারীরিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি হিসেবে কাজ করে।
- **মনোযোগ:** ফোন বা ঘড়ির মতো মনোযোগ নষ্টকারী জিনিস দূরে রেখে ধীর ও স্থিরভাবে নামাজ আদায় করা।
- **শারীরিক যত্ন:** ওজু, রুকু ও সিজদার মতো বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়ার মাধ্যমে শরীরকে সুস্থ রাখা।

সময়ানুবর্তিতার গুরুত্ব

- নামাজের নির্দিষ্ট সময় মেনে চলা একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, যেমনটি এই উৎস উল্লেখ করেছে।
- আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজিদে বলেছেন, "নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে নামায পড়া মু'মিনদের কর্তব্য"।

শারীরিক ও আধ্যাত্মিক যত্নের দিক

- **ওজু:** ওজুর সময় মুখের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায় এবং ত্বকের বলিরেখা কমে।
- **রুকু ও সিজদা:** রুকু ও সিজদার মাধ্যমে শরীরের কোমর, হাঁটু, পিঠ ও ঘাড়ের জয়েন্টগুলো সচল থাকে, যা আর্থ্রাইটিসের মতো সমস্যা প্রতিরোধে সহায়ক।
- **চোখ:** নামাজের সময় সিজদার স্থানে স্থির দৃষ্টি রাখা চোখের জন্য উপকারী এবং দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখতে সাহায্য করে।
- **মানসিক শান্তি:** নিয়মিত নামাজ আদায় মানসিক শান্তি দেয় এবং মনকে পবিত্র রাখে, যা মানুষকে অসামাজিক কাজ থেকে দূরে রাখে।
- **আত্মিক উন্নয়ন:** নামাজ আদায় আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করে।

দোয়া

নফল নামাজ শেষে কিছু দোয়া পড়া সুন্নত:

নফল নামাজ শেষে দোয়া ও জিকির

- **ক্ষমা প্রার্থনা:** প্রথমে ৩ বার **"আস্তাগফিরুল্লাহ"** (أَسْتَغْفِرُ الله) বলুন।
    - অর্থ: আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।
- **বিশেষ দোয়া:** এরপর এই দোয়াটি পড়ুন:

- **"আল্লাহুম্মা আনতাস সালাম ওয়া মিনকাস সালাম, তাবারাকতা ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম।"** (اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَام)।
- অর্থ: হে আল্লাহ! আপনিই শান্তিদাতা এবং আপনার নিকট থেকেই শান্তি আসে। হে মহত্ব ও মর্যাদার অধিকারী! আপনি বরকতময়।

- **তাসবিহ ও তাহলিল:**
  - **সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার:** ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়ুন (মোট ১০০ বার)।
  - **লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ:** অথবা ১০০ বার পড়ুন:
    - **"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িং কাদির।"** (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير)।
    - অর্থ: আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো অংশীদার নেই। রাজত্ব তাঁরই এবং প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতা রাখেন।

1. اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا

“হে আল্লাহ! আমার সব গুনাহ মাফ করে দাও—ছোট-বড়, প্রকাশ্য ও গোপন।”

2. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“হে আমাদের প্রতিপালক! দুনিয়াতে ভালো দাও, আখিরাতে ভালো দাও, এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।”

3. اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ

“হে আল্লাহ! যাদেরকে তুমি হেদায়াত দিয়েছ, আমাকেও তাদের সঙ্গে হেদায়াত দাও। যাদেরকে তুমি নিরাপদ রেখেছ, আমাকেও তাদের সঙ্গে নিরাপদ রাখো। যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ, আমাকেও তাদের সঙ্গে অনুগ্রহ করো।”

নবম অধ্যায় : উপসংহার

১. সারসংক্ষেপ

নফল নামাজ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা ফরজ ও ওয়াজিব নামাজের পর অতিরিক্ত নৈকট্য অর্জনের উপায় হিসেবে বিবেচিত। মুমিনের জীবনে নফল নামাজের অবস্থান অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। এটি এমন এক আমল যা বান্দাকে আল্লাহর বিশেষ রহমত, বরকত ও ভালোবাসা অর্জনের সুযোগ করে দেয়।

এই বইয়ের পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে নফল নামাজের পরিচয়, এর শাব্দিক ও পরিভাষাগত ব্যাখ্যা, কুরআন-হাদিসে নফল নামাজের গুরুত্ব, সাহাবায়ে কেরামের আমল, নফল নামাজের বিভিন্ন ধরন—যেমন: তাহাজ্জুদ, ইশরাক, দোহা, চাশত, অবিরত নফল, মসজিদে প্রবেশের সালাত, তাওবা নামাজ, হাজতের নামাজ ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এছাড়াও নফল নামাজ আদায়ের আদব, নিয়তের গুরুত্ব, খুশু-খুজুর প্রয়োজনীয়তা, নামাজের সময় নির্বাচন, এবং নামাজের পর দোয়া ও যিকিরের গুরুত্ব তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের শেষে কুরআন, সহিহ হাদিস এবং নির্ভরযোগ্য ইসলামিক গ্রন্থ থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে, যাতে পাঠক বিষয়টি সঠিকভাবে, দৃঢ়ভাবে ও নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে জানতে পারে।

এই বইয়ের সারমর্ম হলো—
নফল নামাজ এমন এক ইবাদত যা মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, মনকে শান্ত করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের বড় মাধ্যম।

নফল নামাজ মুমিনের জীবনে তিনটি বড় পরিবর্তন আনে—

১. আত্মিক উন্নতি: মন ও হৃদয় নরম হয়, খুশু বৃদ্ধি পায়।
২. নৈতিক উন্নতি: পাপ থেকে বিরত থাকা সহজ হয়।
৩. জীবনের প্রশান্তি: দুশ্চিন্তা, ভয় ও অস্থিরতা কমে যায়।

ফরজ নামাজ একজন মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক হলেও নফল নামাজ তার ইমানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন, ওলামায়ে কেরাম সকলেই নফল ইবাদতকে

জীবনের অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাদের জীবনের দিকে তাকালে দেখা যায়—তারা নফল ইবাদতকে কখনও হালকা মনে করেননি।

এ থেকে বোঝা যায়, নফল নামাজ কোনো অতিরিক্ত বা গুরুত্বহীন ইবাদত নয়; বরং মুমিনের হৃদয়কে আল্লাহর দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রধান মাধ্যম।

সারসংক্ষেপে বলা যায়—
নফল নামাজের মাধ্যমে একজন বান্দা নিজের ঈমানকে শক্তিশালী করে, দোয়ার কবুলিয়াত বাড়ায়, আল্লাহর কাছে প্রিয় হয়ে ওঠে, এবং দুনিয়া-আখিরাতে সফলতা লাভের পথ উন্মুক্ত হয়।

---

২. আমল করার উৎসাহ

নফল নামাজ নিয়ে এত আলোচনা করার মূল উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞান দেওয়া নয়—বরং নফল ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।

ইসলাম এমন একটি ধর্ম যেখানে ছোট ছোট আমলও অত্যন্ত মূল্যবান। আল্লাহ তাআলা শুধু আমলের পরিমাণ নয়, আমলের আন্তরিকতাকেও বেশি মূল্য দেন। নফল নামাজ সেই ইবাদত, যা বান্দার আন্তরিকতা, ভালোবাসা ও আল্লাহর প্রতি নিবেদনের প্রকাশ।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন—
“বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে।” (বুখারি)

এটি প্রমাণ করে যে, নফল নামাজ আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনের একটি বিশেষ সুযোগ।

আধুনিক ব্যস্ত জীবনে মানুষের মন উদ্বিগ্ন, অস্থির ও চাপযুক্ত হয়ে পড়ে। নফল নামাজ সেই অস্থির মনকে শান্ত করে, আত্মাকে নরম করে, জীবনে প্রশান্তি এনে দেয়। তাহাজ্জুদের নরম আলো, দোহা ও ইশরাকের সৌন্দর্য, নফল নামাজের সিজদার গভীরতা—এসব ইবাদত মানুষের অন্তরে পরম তৃপ্তি এনে দেয়।

নফল ইবাদত করার উৎসাহ হিসেবে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা যায়—

১. নফল আমল গুনাহ থেকে হৃদয়কে পরিষ্কার করে।

২. দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।

৩. আল্লাহর রহমত ও বরকত অজস্রভাবে নেমে আসে।

৪. প্রতিটি সমস্যা ও বিপদের সমাধান সহজ হয়ে যায়।

৫. আন্তরিকতা, ধৈর্য, এবং দৃঢ়তার শক্তি তৈরি হয়।

একজন মানুষ যদি প্রতিদিন শুধু ২–৪ রাকাত নফল নামাজও পড়েন, সেটিই তার জন্য এক বিশাল নিয়ামত। নিয়মিত নফল ইবাদত করার মাধ্যমে ঈমান দৃঢ় হয়, জীবনের দুশ্চিন্তা কমে যায়, এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা গভীর হয়।

অতএব নফল নামাজকে জীবনের একটি অংশ বানিয়ে নেওয়া অত্যন্ত উপকারী। ফরজ নামাজের পাশাপাশি সময় বের করে সামান্য নফল ইবাদতও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের বড় মাধ্যম।